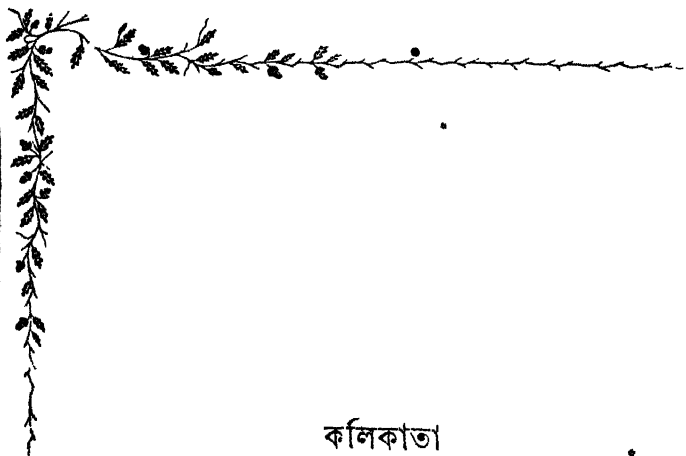
সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি।

শ্রীদুর্গানারায়ণ চৌধুরী বিরচিত।

কলিকাতা।

সান্যাল এণ্ড কোং।



কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৫।

নিখিল জগদারাধ্য

বিশ্বদেব ঈশ্বরের করুণাময়

নামে

এই "সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি" উৎসর্গীকৃত হইল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

নমি হে তোমারে অগতির গতি
পতিতপাবন জগতপ্রাণ!
ব্যাপি জলস্থল বিমানমণ্ডল,
ফুলে ফলে তুমি বিদ্যমান।
রবি শশী রূপে আলোকধারী,
অনিলে অনলে নিয়ত নেহারি,
ভূধর তোমার গভীর মূরতি
করিছে জগতে সাক্ষ্যদান।
সুবাসে যে হয় পরিতোষ প্রাণ,
তুমি আছ তায় বলে ভগবান্,
রসময় তুমি রসের সাগর,
পাখীমুখে তুমি মধুর তান।
মেঘরূপ ধরি ঢাল বারিধার
যোগা'তে জীবের পানীয় আহার;
(শেষে) অন্তে সে অকূল ভব-পারাবারে
কৃপা-তরি দানে করিছ ত্রাণ।

Narayan Chandra Maiti
Bonhooghly.
Barnagore P.O.
Calcutta

28/3/06

ভূমিকা।

"সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইহার অন্তর্গত অধিকাংশ গীতই আধুনিক সময়ে রচিত। এতদ্ব্যতীত আমার বহু পূর্ব্বের রচিত যে সকল গীত "সোম-প্রকাশ," "সঞ্জীবনী," "ভারত-সংস্কারক," "আর্য্যদর্শন" প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বন্ধুবর্গের অনুরোধে সেগুলিও "সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি"তে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আমার শক্তি সামর্থ্যের যেরূপ পরিমাণ, তাহাতে চিত্তে যাদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছে, আদর্শ যেমন পাইয়াছি, ঠিক তদনুরূপ যে রচনাকার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই, সুতরাং ভাব-প্রকাশ পক্ষেও যে বিশেষ ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সারগ্রাহী পাঠক এবং গায়কগণ 'তুষেও তণ্ডুল মিলিতে পারে', 'সৈকত স্তূপেও স্বর্ণকণালাভ অসম্ভব নয়' এই বুদ্ধিতে যদি "সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি"র গীতগুলির প্রতি একবার অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধে কৃতার্থ হইব।

ভূমিকা।

বয়োভেদের সহিত মানুষের মতের পরিবর্ত্তন হওয়া স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং নানা সময়ে বিরচিত যে সকল সঙ্গীত এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে উহার একের সহিত অন্যের সামান্য মত-বৈষম্য দৃষ্ট হইবে। পরন্তু আমার বর্ত্তমান সময়ে রচিত কয়েকটী গীতের সহিত বহু পূর্ব্বে বিরচিত কতিপয় সঙ্গীতের আংশিক ভাবগত সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হইতে পারে।

বিষয়ভেদে গীতগুলি ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক, জাতীয় ও সামাজিক, বিবিধ এবং পৌরাণিক এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

রামপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, খ্যাপা, ফিকীরচাঁদ প্রভৃতি যে সকল সাধক এবং ভাবুকগণের রচিত সুমিষ্ট সুর সাধারণ্যে সুপরিচিত, "সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি"র অধিকাংশ গীত সেই সেই সুরে সংবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু রচিত গীতগুলির ভাবের সহিত উক্ত সাধক ও ভাবুকগণের সুমধুর সুরের সামঞ্জস্য কত দুর রক্ষা পাইয়াছে, তাহা অনুভাবক গায়ক এবং শ্রোতারই বিচার্য্য বিষয়।

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি গীতের রাগরাগিণী সম্বন্ধে আমার সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

ভূমিকা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কোচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সিভিল ও সেশন জজ সাহিত্য-সুহৃৎ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি যত্ন সহকারে গীতগুলি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রম স্বীকার জন্য এবং এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

এমন সুধা কোথা মিলে,
বল গীতের মতন ভূমণ্ডলে ?
কি বৃদ্ধ বালক যুবা কে এমন এ মানব-কুলে,
শুনি গীতের সুতান জুড়ায় না প্রাণ,
মুগ্ধ কে নয় মহীতলে ?
তাপিত হৃদয়ে গীতে অনায়াসে শান্তি মিলে,
নিবায় অবিরল ধারা সম
বরষিয়ে শোকানলে।
যোগে যাগে পায় না খুঁজে যোগী যাঁরে মন্ত্র-বলে,
তাঁরে প্রসাদ প্রেমিক বেঁধেছিল
প্রেমের ডোরে গীতের ছলে।

ভূমিকা।

কবি বলে মানব-রাজ্য মরু হ'ত কোন্ সকালে,
এমন গীতামৃত-মন্দাকিনী
প্রবাহিত না থাকিলে।

শ্রীদুর্গানারায়ণ চৌধুরী

ভারেঙ্গা, পাবনা।
৩০শে আশ্বিন, ১৩০৫ সাল।

সূচীপত্র।

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক।

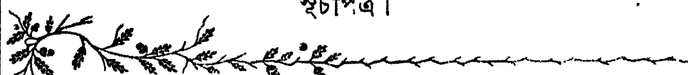
সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

জাতীয় ও সামাজিক।

স্থচীপত্র।



বিবিধ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

পৌরাণিক।

সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি।

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক।

১

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুর)

তিনি নাই আর কেমন করে ভাব্‌ছ মনে,
কি প্রবোধ দিয়ে থাক প্রাণে।

যাঁর অচিন্ত্য কৌশলপূর্ণ ধরাতল
নিয়ত হেরিছ দু'নয়নে,
সাক্ষ্য দিতেছে সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডল
উদয় হইয়ে নিশি দিনে।

(তিনি আছেন বলে)

বায়ু বৃষ্টি জল শিশির অনল
কতই কুশল আছে সাধনে ;
কেন ফল শস্যে ভরা হ'ল বসুন্ধরা,
বল শুনি কোন প্রয়োজনে।
(এ সব কিসের তরে ;)

জলে জলচর ভূচর খেচর,
মানবাদি কত জীবগণে
কেবা করিয়ে সৃজন করেন পালন,
মায়ের মতন সযতনে।
(ভেবে দেখ নাকি)

২

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

("লও সোণা হও হে বিদায়"—সুর)

কেন মিছে দ্বন্দ্ব কর হেরি অনিবার,
বলিয়ে সাকার কেহ,
কেহ বলি নিরাকার।

কে জানে কি রূপ তাঁর, কি সাকার নিরাকার,
অন্ত কি অনন্ত, কেবা
নির্ণয় করিবে তার ?

যে বলে জেনেছি তাঁরে, সে আছে তাঁ' হ'তে দূরে,
যে বলে জানিনে তাঁরে,
নিকটে আছেন তার।

কারে দিয়েছেন ব'লে, অব্যর্থ শাস্ত্র সকলে,
কেহ তা হ'তে বঞ্চিত,
এ কি বুদ্ধি চমৎকার!

ভাল মন্দ ফলাফল, কৃত কর্ম্মেতে কেবল,
নতুবা কেহ স্বপক্ষ,
বিপক্ষ নহেক তাঁর।

৩

বাউল—খেম্‌টা।

("বেয়ে প্রেমতরি হরি যাচ্ছে"—সুর)

তুমি যে কেমন মা গো স্বরূপ কি তোমার,
কত দিনে হ'বে সুপ্রচার ;

র'বে না ধর্ম্মরাজ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার,
এক হ'বে সবাই গিয়ে মনের অন্ধকার।
(কত দিনে হ'বে সুপ্রচার)

থাক্‌বে না মতামতে দ্বেষাদ্বেষ কারো সাথে,
বুঝ্‌বে যে তোমারি সব, তুমি সবাকার;
কর্‌বে না পরস্পরে হিংসা অনাচার;
দূর হ'বে স্বস্ত্যয়নে কবে অভিচার।
(কত দিনে হ'বে সুপ্রচার)

কারো হ'তে সুদূরে অ'ছ কারো অদূরে,
এ ভুলের মূলে কবে পড়িবে কুঠার;
নাই ছোট বড় বলে বিভিন্ন তোমার,
যে ডাকে প্রাণ খুলে 'মা' বলে তুমি তার।
(কত দিনে হ'বে সুপ্রচার)

মা তব ব্যাপ্তি বুঝে কেউ বেড়াবে না খুঁজে,
র'বে তোমাতে মজে যাবে অন্ধকার;
হৃদি মন্দিরে তোমায় হেরে অনিবার,
বলবে "মা আমি তোমার তুমি মা আমার।"
(কত দিনে হ'বে সুপ্রচার)

৪

(ফিকিরচাঁদী—"বাঁশের দোলাতে উঠে" সুর)

ভগবান্ তোমার বিধান তুল্য, তবু
কেন মানব ভিন্ন ভাবে ;
দয়াময় তুমি নাকি কারে সদয়,
কেউ ভিখারী চরণ লাভে।

আরো কয় মুক্তি পথের মহামন্ত্র
কারে তুমি দেছ লিখে,
অন্য কেউ পায়নি সে সব ; সয় না শুনে,
ভাসি সদা দুখার্ণবে।

ভাবে না এ সব যদি সত্য হ'বে,
কেন রবি চন্দ্র তবে
দেয় আলো তুল্যরূপে প্রজা ভূপে,
মেঘ বরষে সমান ভাবে।

কি মধুর পরিবেশন বায়ুর বহন,
আবহমান কর্‌ছ সবে ;
আছে জীব যে যেখানে পায় সেখানে,
কে বঞ্চিত হয়েছে কবে।

শরীরের গঠন হেরে কে তোমারে
পক্ষপাতী বল্‌তে পারে ;
নাইত সে নিরমাণে বিভিন্নতা,
বামণ শূদ্র সমান সবে।

ঘুচে এ মনের আঁধার দেখ্‌ব তোমায়
কত দিনে পূর্ণ ভাবে ;
র'বে না দ্বিধা মনে বুঝ্‌ব স্বরূপ,
হায় সে সুদিন আস্‌বে কবে।

৫

কালাংড়া—একতালা।

("এ কলঙ্ক তোমার কালা"—সুর)

কে বলে তুমি আড়ালে ?
রয়েছ সকল স্থলে,
অনন্তরূপে বিরাজ
(তুমি) অনিলে জলে অনলে।

কি কষায় তিক্ত তারে,
কি কটু কিবা মধুরে,

কি ক্ষীর ননী পনীরে,
(তুমি) রয়েছ সুমিষ্ট ফলে।

জ্ঞানরূপে বুদ্ধিরূপে
প্রকাশ চিত্ত আকাশে,
বাহিরে তপন শশী,
(তুমি) তারারূপে নভস্তলে।

স্নেহ দয়া ভক্তিরসে,
তোমার সত্তা বিকাশে,
প্রীতিরূপে প্রস্ফুটিত
(তুমি) নর নারী হৃদিস্থলে।

তুমি রাত্রি দিবা তুমি,
তুমি শস্য তুমি ভূমি,
আকাশ তোমার রূপ
(হেরি) প্রকাশে সকল স্থলে।

৬

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দূরে তুমি এ কি কথা, রয়েছি তোমারি কোলে,
সাড়া দাও কত মতে ডাকিলে জননী বলে।

বসুবক্ষ প্রসারিয়ে রেখেছ আশ্রয় দিয়ে,
কতই স্নেহ-মমতা প্রকাশিছ প্রতি পলে।

স্তনরূপ ফলে জলে বিবিধ শস্য সকলে
করি দান ক্ষুধানলে করিছ বারণ ;
কি ঘুমে কি জাগরণে, সন্তানসন্ততিগণে,
থেকে জেগে অকাতরে রক্ষিছ সদা সকলে।

৭

(খ্যাপার সুর)

মা তোমার অসম্মানে যে দুখ্‌ প্রাণে
বল্‌ব কারে কে তা জানে,
তোমারে দিচ্ছে জনম, জগৎমাতা,
তৃণ মাটি উপাদানে !

যে তোমার মোহন রূপে হৃদয় সঁপে',
যোগী মুগ্ধ যোগাসনে ;
সেই তোমায় সাজাবে মা, বল্‌ব কি হায়,
রাং রঙ্গে আর বস্ত্র দানে !

যে তুমি আছ মাগো স্বর্গ মর্ত্ত্য
কি পাতাল এ ত্রিভুবনে ;

সেই তুমি আস্‌বে নাকি আবাহনে,
বিদায় হ'বে বিসর্জ্জনে !

জীবের জননী তুমি, জানি তোমার
সমান দয়া সর্ব্বজনে ;
হওনাকি তুষ্ট অতি, হায় কি মতি,
মেষ মহিষের বলিদানে !

যে তুমি না চাহিতে কত মতে
দিচ্ছ খেতে প্রাণিগণে ;
সেই তোমায়, বল্‌ব কি হায়, তুষিতে চায়
সামান্য নৈবেদ্য দানে !

হচ্ছে যে তোমার আলোয় ত্রিলোক আলো,
দেখে না তা মনে গণে ;
তাই তুমি অন্ধকারে থাক্‌বে বলে,
দিবে বাতি শামাদানে !

স্থূল জ্ঞানীর ভুল হ'বে তা অসম্ভব কি,
হ'তে পারে সবে জানে ;
কেন তার সঙ্গে মিলে পথ ভুলে মা,
চল্‌ছে সকল বুদ্ধিমানে !

৮

মিশ্রবিভাস—আড়াঠেকা।

("গেল অমঙ্গল আজি মঙ্গলার আগমনে"—সুর)

মহাশক্তিরূপে মা গো বিরাজ সকল স্থানে,
সে শক্তিবিহীন স্থান নাহি কোথা ত্রিভুবনে।

হ'তে ক্ষুদ্র পরমাণু, বিচিত্র বিরাট ভানু,
সিন্ধু শৈল নদ নদী নিবিড় কানন ;
অদৃশ্য কীটাণু হ'তে, তব শক্তি মাতঙ্গেতে,
মানবে প্রকাশ মা গো প্রাণরূপে প্রতিক্ষণে।

কি সৃষ্টি স্থিতি পালনে, উৎসাহ আনন্দ গানে,
তুমি মা অচিন্ত্য শক্তি রূপে বিদ্যমান ;
করিলে তা প্রত্যাহার, থাকে না এ সব আর,
পলকে ত্রিলোক কোথা চলি যায় কে তা জানে।

৯

লুম্ ঝিঝিট—আড়া।

("তোমার বিরহে মরি"—সুর)

বিনে প্রেমেরি সাধন,
কে পেয়েছে সে প্রেম-সাগরে দরশন।

হরি যে প্রেম-ভিখারী, যে প্রেমিক তিনি তারি,
আর্য্য কি অনার্য্য কিবা চণ্ডাল বামণ
প্রেমেতে পাগল বলে, জগাই মাধাই পেলে,
পেয়েছিল প্রীতি-প্রাণ রূপ সনাতন।

কি হবে পূজিলে তাঁরে, প্রীতি-হীন অন্তরে,
দিয়ে সুবাসিত ফুল তুলসী চন্দন।

১০

পরজ বাহার—মধ্যমান।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে বল তাই;
পিতা হয়ে পালিতেছ,
কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে
আধ আধ মা-মা বলে স্তন করে পান,
তখন তাহার মুখে নিরখি তোমারে,
অমনি মা ব'লে ডাকি কেহ না শিখায়।

শুধু জীবের জীবন বাঁচাবার তরে,
ঢেকেছ বসুধা-দেহ কত উপচারে;

(তোমার) এমন পালন রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলে সম্বোধি তোমায়।

১১

মল্লার—একতালা।

("দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্ব্বরী"—সুর)

তোমার মহিমা কেবা জানে;
আমি পাপাশয়, নাহি জ্ঞানোদয়,
জানিব কেমনে।

যোগী যোগাসনে ধ্যান করে তব,
ডাকিছে তোমায় গৃহে গৃহী সব,
কূজনের ছলে বিজন বিহারী
বিহগ বিপিনে।

এই ভিক্ষা মা গো তোমার সদনে,
ফিরে আর যেন না আসি এখানে,
থাকি যত দিন থাকে যেন মতি
তোমার চরণে।

১২

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

ডাক তাঁরে হৃদয় খুলে ;
কেন এমন ধনে রইলে ভুলে ?

কি পাপী কি অধম্ জনে,
যে তাঁয় ডাকে সরল্ হয়ে,
তারে অম্নি দেখা দেন দয়াময়,
কি বন কি জনস্থলে।

পাবে না রে এমন দিন আর,
যদি এ দিন যায় রে চলে ;
শেষে পারের কালে অশ্রুজলে,
ভাস্‌বে বসে ভবের কূলে।

১৩

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুর)

কি হ'বে ভাই ডাক্‌লে তাঁরে মলিন মনে ?
কভু কি দেখা দেন সে জনে ?

(কি ফল) বাহ্য আড়ম্বরে, সুমিষ্ট সুস্বরে
স্তুতি গীতি পাঠ একতানে ?
তিনি দেখেন্ না বাহির, জেনে রাখো স্থির,
মন জেনে ধন দেন সাধনে।
(জেনো সাধক জনের)

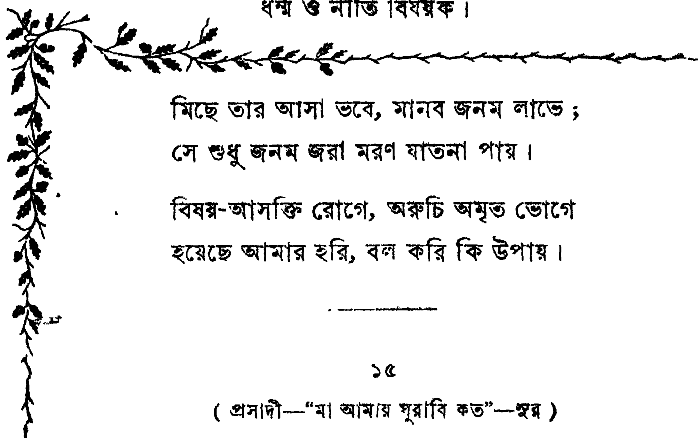
দেশ কাল স্থল, ভাষার শৃঙ্খল,
ভেবো না কভু সহায় সাধনে ;
যার চিত্ত নিরমল, পিপাসা প্রবল,
সেই পায় সে আরাধ্য ধনে।
(ডাকুক্ যে সে ভাবে)

১৪

ভৈরবী—মধ্যমান।

("কবে সমাধি হ'ব শ্যামা-চরণে"—সুর)

তোমায় ভুলে ভুলিয়ে যার দিন যায়,
সে নহে চেতনাবান অচেতন মৃতপ্রায়।
দিবসে রজনী তার, এ জগৎ অন্ধকার,
তার মত নিরাশ্রয় নাহি কেহ বসুধায়।



মিছে তার আসা ভবে, মানব জনম লাভে ;
সে শুধু জনম জরা মরণ যাতনা পায়।

বিষয়-আসক্তি রোগে, অরুচি অমৃত ভোগে
হয়েছে আমার হরি, বল করি কি উপায়।

১৫

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

চাই না আমি ধনী হ'তে।
আমায় এই কোরো পাই শান্তি যাতে।

আশার অমিত সীমা, বেঁধে দাও মা মিত পথে,
থেকে ন্যায়ের অধীন, যায় যাতে দিন,
এই কোরো মা কোন মতে।

পাপ-প্রলোভনে যখন, ইচ্ছা হয় কুপথে যেতে,
তখন রক্ষা কোরো, দয়াময়ি,
থেকে এ সন্তানের সাথে।

সুসঙ্গ সহায় যেন, পাই জননি ভবের পথে,
যখন হবে মরণ, রেখো স্মরণ,
দিও না শমনের হাতে।

১৬

কীর্ত্তন—একতালা।

("দয়াল দিন ত গেল সন্ধ্যা হল"—সুর)

বিনে সাধন সে ধন কে পায় বল বল এ সংসারে ;
যে জন ডাক্‌তে পারে পায় সে দেখা
কি আলো আঁধারে।

যেমন ভালবাসা তেম্‌নি চাই পিপাসা,
ন'লে আশার সুসার হয় কি গো আর,
মিছে ডাকা তাঁরে।

আগে মন মুকুরে মেজে তোল মলা,
তবেই দেখ্‌তে পা'বে অনায়াসে
সে প্রাণ-সখারে।

১৭

ঐ—ঐ।

এই ত এল শমন, ভবতারণ নামটী বল ভাই ;
এখন প্রাণের হরি স্মরণ করি
চল চলে যাই।

কেন কাঁদ সবে আমার অভাব ভেবে,
ফিরে দেখা হ'বে ক'দিন পরে
হ'লে এক ঠাঁই।

সে যে সুখের আলয় তথা নাই কোন ভয়,
রব সদানন্দ সহবাসে
উল্লাসে সদাই।

১৮

কীৰ্ত্তন—একতালা।

হরি চাও আমার পানে ;
আমি নিলাম শরণ পতিতপাবন,
আমায় রেখো রাঙ্গা চরণে।

(দয়াময়)

আমি বুঝেছি হে সার গতি নাই তুমি বই আর,
তাই দিয়েছি ভার অধমতারণ,
এখন যা কর নিজের গুণে।

(দয়া করে)

যাতে সুখ হ'বে ভেবে খেটেছি নিশি দিবে,
এখন বুঝেছি সে দুখের হেতু,
ঘুম ভেঙ্গেছে এত দিনে।

(হরি হে)

এখন এই ভিক্ষা চাই যেন অন্তে পদ পাই,
সেই নিদানকালে ডাক্‌লে এসে—
এসে পার কোরো দীনজনে।

(দয়া করে)

১৭

বারোঁয়া—ঠুংরী।

("উঠিল ধবল নিশান"—সুর)

মিছে আশা সাধনে সুফল,
দ্বেষ হিংসা আদি রিপু থাকিলে প্রবল।

নাহি যার সঙ্গে তিল, কি মত বিশ্বাসে মিল,
তারে সদা বলে' মন্দ নিন্দিলে কেবল।

নিজে শুদ্ধ সদাচারী ভেবে হ'লে অহঙ্কারী,
সদা যদি বিষদৃষ্টি বিপক্ষে কেবল।

পদ অর্থ রেখে মূলে যদি ধর্ম্মপথে চলে,
মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম মাত্র অন্তরে গরল।

অতএব যদি পাবে সে বিশ্ব-আরাধ্য-দেবে,
ত্যজি বক্রগতি কর চিত্ত নিরমল।

২০

(ফকিরচাঁদী "বাশের দোলাতে"—সুর)

মরা যে মরা না রে মনে রেখো,
শুধু সে যে আড়াল হওয়া;
ঠিক্ যেমন বিদেশ হ'তে বিদায় হয়ে,
স্বদেশেতে চলে যাওয়া।

ইহকাল বড়ই গোল বিমাতার কোল,
কঠিন হেথা শান্তি পাওয়া;
তাইত স্বদেশে গিয়ে সুখী হ'তে,
নিজের মায়ের কোলে যাওয়া।

যে বলে এই খানে শেষ তার দফা শেষ,
কেবলি তার খাবি খাওয়া;
কবি কয় শান্তি দিও মরণকালে
দয়া করে মহামায়া।

২১

(ফিকিরচাঁদী "বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

যদি অসত্যপথে চল্‌লে রে ভাই
বল্‌লে হরি কি ফল আছে ;
কেটে গাছ গোড়া পেড়ে জাগা ছেড়ে
আগাতে জল ঢাল্‌ছ মিছে।

মনে পাপ থাকে যদি নিরবধি
ডাক্‌লে হরি দেন্ না সাড়া ;
কখন হন না সদয় পাপীর উপর,
পাপ পুষে তাঁয় ডাকা মিছে।

হরি যে দয়াল অতি পাপীর গতি
এ কথা ত সত্য বটে ;
কিন্তু ভাই জ্ঞানকৃত পাপে পাপীর
মাপের আশা নাই তাঁর কাছে।

হরি নাম ক'জন বলে হৃদয় খুলে,
প্রাণ গলে কার হরি ব'লে ?

দেখ্‌তে পাই টীয়ের মতন বল্‌তে বুলি
প্রাণের টান সেই গাছে গাছে।

২২

মল্লার—একতালা।

("আমি কেবল নিদানে"—সুর)

কেন শোকে হ'লে অচেতন ;
ভাব একবার ভবে কে বা কার
মুদিলে নয়ন।

ধন পুত্র কিবা বিষয় বিভব,
কিছু দিন বৈ নহে ত সে সব,
কাল-করে হ'বে কালে পরাভব,
কে করে বারণ।

যাঁরে ভক্তিগুণে করিলে বন্ধন,
শোক তাপ দুখ না থাকে কখন,
সে করুণাধারে প্রীতি-পুষ্পহারে
কর রে পূজন।

২৩

ভৈরবী—মধ্যমান।

("কবে সমাধি হব শ্যামা-চরণে"—সুর)

কেমনে পূজিব তোমায়,
ওহে দয়াময়,
অপরাধ-অপবিত্র লয়ে
মলিন হৃদয়।

দেখিলে পরের দোষ,
আপনি উপজে রোষ,
বলে' তারে কত মন্দ,
করি হে পাপ সঞ্চয়।

স্বার্থ পরার্থ বিচার
একত্রে পড়িলে ভার,
তব দত্ত ন্যায়-বুদ্ধি
তখনি পায় বিলয়।

নিজে কত অনিন্দিত,
ভাবিনা তা কদাচিত,

কিন্তু পর-নিন্দা করে'
অতীত করি সময়।

মনে ভাবি পাপাচার
করিব না কভু আর,
অলক্ষ্যে আসিয়ে রিপু
করে মোরে পরাজয়।

এমন অশুদ্ধ মনে
তোমারে পূজি কেমনে,
ল'বে কি পাপীর পূজা,
হ'বে কি মোরে সদয়?

২৪

ললিত—আড়াঠেকা।

("অয়ি সুখময়ী উষে"—সুর)

সংসার অসার বলে' গাও গীত প্রতিক্ষণে,
কিন্তু আসক্তির শেষ হেরি তব আচরণে;
মুখে বল "ধন-মান চাই না হে ভগবান,"
অপচয়ে কপর্দ্দক দেখি ব্যথা পাও প্রাণে।

যোগ যাগ সার ধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম অপকর্ম্ম,
এই মর্ম্মে বল কত শাস্ত্রের বচন ;
এ দিকেতে ভোগাসক্ত মিষ্টে মাছি অনুরক্ত,
অথবা চুম্বকে লোহা আকৃষ্ট হেরি নয়নে।

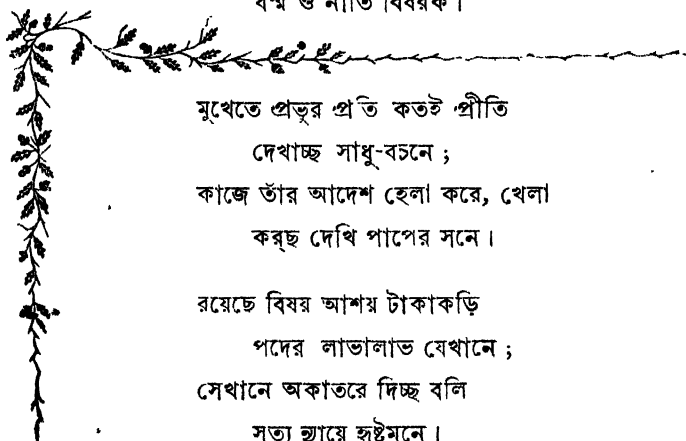
যোগীঋষি যদি পাও তার সঙ্গে বনে যাও
এই ভাব প্রকাশক বল বাক্য আলাপনে ;
কিন্তু সুরম্য আবাসে বাস কর মহোল্লাসে,
ভূমিতে না দাও পদ যাতায়াত কর যানে।

সত্য যা মঙ্গলাকর সেই ত আদেশ তাঁর
তাই ত আসক্ত সবে আছ এখানে ;
হয় যারা পথহারা দুঃখ কষ্ট পায় তারা,
নতুবা চিনে চলিলে পরিতোষ পায় প্রাণে।

২৫

(ফিকিরচাঁদী "বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

কি হ'বে নমাজ পূজায় উপাসনায়,
চার্চ্চে গিয়ে ধ্যান মননে ;
না হ'লে মন ভাল ভাই ধর্ম্মের আলো
ফুটে না মানব-জীবনে ;



মুখেতে প্রভুর প্রতি কতই প্রীতি
দেখাচ্ছ সাধু-বচনে ;
কাজে তাঁর আদেশ হেলা করে, খেলা
কর্‌ছ দেখি পাপের সনে।

রয়েছে বিষয় আশয় টাকাকড়ি
পদের লাভালাভ যেখানে ;
সেখানে অকাতরে দিচ্ছ বলি
সত্য ন্যায়ে হৃষ্টমনে।

হিংসা দ্বেষ ক্রোধ অভিমান ছিল যেমন
তেম্‌নি আছে সমান সমান ;
কমে নাই লোভ-লালসা পাপের বাসা
বৃদ্ধি আরো শতগুণে।

৬

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

("ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য"—সুর)

অজর অমর জ্ঞানে চলিয়ে সংসার-পথে,
কর ধনজ্ঞানার্জ্জন অচল অটল চিতে।

হেলায় হারায়ে পথ হোয়ো না রে প্রতারিত,
বোলো না 'হ'ল কপালে দুখ অদৃষ্ট দোষেতে।'

বোলো না 'বৃথা জনম বৃথা এ সংসারাশ্রম;
অলীক ভোজের বাজী কেবল অনর্থ এতে।'

কর সত্য আচরণ বল রে সত্য বচন,
মহাসত্য হরিনাম পাথেয় লও রে সাথে।

২৭

বারোঁয়া—ঠুংরী।

("উঠিল ধবল নিশান"—সুর)

কেন পরধর্ম্মে কর দ্বেষ,
স্বধর্ম্ম গরিমা ব্যাখ্যা করিয়ে অশেষ।

যেন ভাব মনে মনে স্বর্গরাজ্যে তোমাবিনে,
অপরের তরে আছে নিষেধ প্রবেশ।

কথায় বুঝাও লোকে বিধর্ম্মী যাবে নরকে,
তুমি যাবে স্বর্গপুরে বিধির আদেশ।

শান্ত হয়ে দেখ ভেবে এক তীর্থযাত্রী সবে,
পথমাত্র ভিন্ন বিনে নাহিক বিশেষ।

ত্যজ জ্ঞানের গৌরব দেখিবে অভিন্ন সব,
ভেদ বুদ্ধি গিয়ে হ'বে কল্যাণ অশেষ।

২৮

বেহাগ—আড়া।

সেইত প্রকৃত পূজা করে বিশ্ববিধাতারে,
যে করে করমকালে ধর্ম্মরক্ষা এ সংসারে।

সাধিতে যে নিজ হিত করে না পর অহিত,
ভীত অসত্যভাষণে প্রত্যক্ষ জানিয়ে তাঁরে।

পিতামাতা গুরুজনে যে সেবে সদা যতনে,
সন্তান সন্ততিগণে করে শিক্ষাদান—
যেবা সতীব্রত-পতি, সাধুসঙ্গে যার মতি,
স্বদেশ-মঙ্গলে স্বার্থ যে জন ত্যজিতে পারে।

২৯

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ"—সুর)

ব'য়ে যায় না স'য়ে যায় যে এ সংসারে,
ধন্য সেই যে জন সহ্য করে।

সহিষ্ণুতা বল যার আছে সম্বল
সেই ত ধার্ম্মিক ধরাতলে ;
তার কি ধর্ম্ম সাধনে সুনীতি রক্ষণে
সক্ষম সে সদা অকাতরে।
(এ সংসারের মাঝে)

অধীরতা শুধু ক্রোধের নিদান
পতনের হেতু বিধির বিধান।
হয় জয়যুক্ত সেই ধৈর্য্যশীল যেই
চিরকাল কি অমরে নরে।
(এ যে বিধির বিধান)

৩০

মিশ্র-রামপ্রসাদী।

("প্রাণ্‌ত অন্ত হ'ল আমার"—সুর)

দিন ত গেল বয়ে দয়াময়!
দীনের উপায় বল,
ওহে শমনদমন শমন এল।

নিজগুণে তরে যা'ব
এমন নাহি সম্বল
যদি কাঙ্গাল বলে কৃপা করে,
দাও হে ছায়া সুশীতল।

পুণ্যবলে বলী যারা
পা'বে চরণ অনায়াসে
তা'তে অগতির যে গতি তুমি
জান্‌বে কিসে ভূমণ্ডল?

৩১

প্রসাদী।

("মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

ডাক্‌ব মায় তার সময় কি রে?
যখন ইচ্ছা হ'বে ডাক্‌ব তাঁরে।

যে অবাধ্য মায়ের ছেলে
ডাকে না ভুলে মা বলে,
থাকে বিষয় কর্ম্মে সদাই রত,
সময় বাঁধা তারি তরে।

সন্ধ্যা আহ্নিক পূজার্চ্চনা,
সকলি তাঁর উপাসনা;
তাই কি সাধু ভাবায়, না ডাক্‌লে তাঁয়,
তার পানে মা চান্ না ফিরে?

কবি বলে হবি যদি,
হবিরে ভাই মায়ের ছেলে;
তবে করিস্‌নে পাপ, পাপের আলাপ,
অনায়াসে পাবি তাঁরে।

৩২

বারোঁয়া—আড়্‌খেমটা।

("সুখ ভোগ সুসংযোগ"—সুর)

হরি হে করি এই মিনতি তব চরণে,
সদা এ সংসার পথে থেকে সাথে
(আমার) সহায় হোয়ো নিশিদিনে।

আপদে বিপদে শোকে, ডেকে যেন পাই তোমাকে,
ভেসে যেন যাইনে হরি দেখো দেখো,
আমায় দেখো দেখো সে দুর্দ্দিনে।

সম্পদে সুমতি দানে সুপথে রেখো সন্তানে,
দেখো পাপ প্রলোভনে যাইনে ডুবে,
যেন যাইনে ডুবে দেখো দীনে।

অন্তিমে সহায় হোয়ো, ডাকিলে উত্তর দিও,
পরে লয়ে যেয়ো দাসে দয়া করে,
আমায় দয়া করে নিজের গুণে।

৩৩

মিশ্রদেশী—তেওট।

("আর বলব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়"—সুর)

আর কত দিন রাখ্‌বে ভবে ভগবান;
হ'লো হাট করা শেষ, ছিল যেমন আদেশ,
এখন যেতে হয় হ'ল বেলা অবসান।

খেটে হোয়েছে তনু ক্ষয়,
পেয়েছে শক্তি লয় ওহে দয়াময়;
এখন লয়ে যাও তোমার কাছে জুড়াই প্রাণ।

যখন ডাক দিব বোলে 'হরি,'
পার কোরো কৃপা করি এ গতিহীনে,
ওহে অগতির গতি করুণা-নিধান ।

৩৪

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

("ভুলনা ভুলনা মন নিত্য সত্য"—সুর)

কর কি বিশ্বাস হরি আছেন বলে' অন্তরে,
পাপ পুণ্য সাক্ষী তিনি ভেবে ব্যাপ্ত চরাচরে।
তাই যদি দৃঢ় মনে, পাপেতে আসক্তি কেনে,
কেন বাহিরে চটক নরক হেরি ভিতরে।
মুখে করি নাম গান কার্য্যে কর অসম্মান,
পাবে কি ভবে নিস্তার এমন নাস্তিকাচারে ?

৩৫

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

("ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাত্মারে"—সুর)

ভেবনা কুকাজে কভু সুফল ফলে সংসারে,
গিলিয়ে গরল কোথা অমর হয়েছে নরে ?

যেমন করম যার, মিলে ফল মত তার,
সাধু কার্য্যে সুখ শান্তি—দুঃখ কষ্ট অনাচারে ;

পাণ্ডবে করি বিদ্বেষ কুরুবংশ হ'ল শেষ,
রাবণ সবংশে হত হ'ল কৃত পাপাচারে।

৩৬

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

'মোহকৃত পাপ হ'তে
তার' বল্‌ব আর কোন মুখেতে।

ঐ বলে মা যখন কত,
হচ্ছি রত পাপাচারে,
তখন আমার মতন পাপাচারী
কে আর আছে এ জগতে ?

কৃপা করে হাত ধরে' মা,
যদি বাঁচাও নিজের গুণে ;
ন'লে জেনেছি সার, নাই গতি আর
যে ভেসেছি পাপের স্রোতে।

৩৭

যোগীয়া—একতালা।

("এ যাতনা আর সয় না জননী জগদম্বে"—সুর)

চেয়ে দেখ নাথ এ অধম সন্তানে;
পাপে তাপে জর জর,
ত্রাণ কর ছায়া দানে!

তুমি বিনে বল আর, কে করিবে নিস্তার,
আর কাতরে তারে কাতরশরণ!
আছি শত দোষে দোষী
তবু তোমারি সন্তান,
ক্ষমা-গুণে দয়া কর এ শরণাগত জনে।

৩৮

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

কেবল বাঁচি তোমার গুণে,
ন'লে এক পলে হারাই জীবনে।

কি জন-নিবাস স্থান, অথবা বিজনদেশ,
থাকি যথা যখন, পতিতপাবন,
রক্ষ আসি সযতনে।

তুমি যদি সঙ্গছাড়া হ'তে, হ'ত কি দুর্দ্দশা,
মনে শঙ্কা হ'লে, মাভৈ বলে
নিত কোলে কে যতনে ?

৩৯

মিশ্রভূপালী—ঢিমেতেতালা।

("দেখে এলেম বৃন্দাবনে"—সুর)

হরি হে বুঝেছি মনে, তোমাতে নির্ভর বিনে,
মিছে সুখ শান্তি লাভে যতন করা জীবনে।

যে বলে আপন বলে শুধু এ জীবন চলে,
তার ভাগ্যে ফলে, যথা তরি কর্ণধার বিনে।

তাই হে করেছি সার, দিয়েছি তোমারে ভার,
যা কর যে রূপে রাখ যা ইচ্ছা তোমার ;
যষ্টি সম করি হাতে, চলিব সংসার-পথে,
ছাড়িব না কভু তোমা কি সুখ দুখের দিনে।

৪০

বেহাগ—যৎ।

("নিদয় হোয়ে বিদায় চেও না"—সুর)

আনন্দ ভিখারী আমি কর হে আনন্দ দান,
তৃষিত চাতক আমি তুমি বারি ভগবান্।

আনন্দ না পাই খুঁজে, ভবেরবিভব মাঝে,
কেবল অশান্তি হেথা, নিরানন্দে জরে প্রাণ।

চাই না সম্পদ, যদি পাই হে আনন্দনিধি,
রাখি পূরে হৃদিমাঝে, শীতল করি এ প্রাণ।

বঞ্চিত কোরো না দাসে, কর পূর্ণ অভিলাষে,
এসেছি তোমার দ্বারে, আর কোথা আছে স্থান ?

৪১

ভৈরব—একতালা।

("দিন গত কিন্তু নহে ও রাম"—সুর)

কর হরিনাম, প্রাণেতে আরাম
পাইবে, যাতনা রবে না আর।

জেনো কখন তা বিনে আর,—
সুখী হ'বে না সংসারে, পাবে না আরাম,
হ'বে না হ'বে না আশার সুসার।

পার যদি প্রাণে পূরিতে এ ধনে
অদৈন্য হ'বে অচিরে,—
(যাবে) পিপাসা সুদূরে, শান্তির সাগরে
ভাসিবে, পাইবে আনন্দ অপার।

এমন সুতার নামামৃত আর
মিলিবে না এ সংসারে—
(এ নাম) যোগি-জন-ধন, ভোগীর ভূষণ,
শোকে তাপে দুখে হেতু সান্ত্বনার।

৪২

কালাংড়া—একতালা।

("এ কলঙ্ক তোমার কালা"—সুর)

এই ত ভবেরি খেলা,
হরষ বিষাদের মেলা,
হাঁসি কান্না নিরন্তর (হেরি) যথা তথা দিন দুবেলা।

কেহ ধনী দুঃস্থ কেহ, (কেহ) রুগ্ন কারো সুস্থ দেহ,
কেহ দানে অকাতর (কারো) কাঁধে হেরি ভিখের ঝোলা।

কোথা সতী পতি-পাশে, (বসি) ভাসিছে সদা উল্লাসে,
কোথা দয়িত-বিরহে (কেহ) প্রকাশিছে প্রাণের জ্বালা।

হেরি কারো অনায়াসে, (হৃদে) জ্ঞানের আলোক বিভাসে,
শিক্ষা কি সুদীক্ষা গুণে (হেরি) যায় না কারো মনের মলা।

কেহ অট্টালিকা বাসে (আছে) খাচ্ছে কত অনায়াসে.
ভাঙ্গা ঘরে বসত্ কারো (হেরি) ভাত মেলা ভার হয় দুবেলা।

কেন যে এ বিভিন্নতা (বল) সাধ্য আছে জান্‌বে কে তা,
কি মানব কি দেবতা, (কেবল) জানেন তিনি যাঁর এ লীলা।

৪৩

বারোঁয়া—ঠুংরী।

("উঠিল ধবল নিশান"—সুর)

সত্যপথে কর রেঁ গমন,
বল সত্য কর কাজে সত্য আচরণ।

চলিছে সংসার কার্য্য, জেনো সত্যে অবধার্য্য,
সত্য বিনে ধর্ম্ম রক্ষা না হয় কখন।

সত্যই সুখের হেতু, সত্যই স্বর্গের সেতু,
"সত্যমেব জয়তে" জীবন্ত এ বচন।

৪৪

(ঐ সুর)

পরনিন্দা কর পরিহার ;
পরের পীড়ন পাপে ডুবো না রে আর।

পরের দোষ ঘোষণা করিতে হ'লে বাসনা,
ভাব আগে চিত্ত কত নির্দ্দোষ তোমার।

যে তোমা হতে প্রবল, সে যদি প্রকাশে বল,
কি বলে অন্তর তব সে পীড়নে তার ?

৪৫

(খ্যাপার সুর।)

চল মন যাই সেখানে,
নাই যেখানে দুঃখ যাতনা প্রাণে ;

করে না হিংসা পরে, দ্বেষ করে না
যথায় একে অন্য জনে।

নাই দলাদলির কথা—অনৈক্যতা,
অপ্রীত ভাব প্রতি জনে;
নাই যথায় কথায় কথায় ছল চাতুরী,
প্রতারণা নাই যেখানে।

নাই যথা পরের পীড়ন পাপালোচন,
স্বার্থমূলে সকল বচন;
ধনীর মন্দিরের পাশে উপবাসে
যায় না দীনের দিন যেখানে।

যেখানে নাই বাহিরে সভ্যতা-ভান,
অসভ্যতা সঙ্গোপনে;
যথা না দেশাচারে সমাদরে,
অনাদরি ধর্ম্মধনে।

কবি কয় ভাব্‌ছ কেন বিষাদ্‌ প্রাণে,
এ দুখ্‌নিশি অবসানে;
দেখ্‌বে সব কালের বশে পাপের বাসা
পুড়ে যাবে জ্ঞানাগুনে।

৪৬

মূলতান—একতালা।

("দোষ কারো নয় গো মা"—সুর)

যদি হ'বে ভবে পার,
তবে কি নিশি কি দিনে ঘুমে জাগরণে
হরিনাম কর সার।

শুধু নাম নিলে হ'বে না রে ফল,
রাখ হৃদে বেঁধে সে পদকমল,
প্রীতি-পুষ্প-হারে, পূজ রে তাঁহারে,
পরিহরি পাপাচার।

আছে বিষয়-আসক্তি যে বিষম রোগ
করিয়ে হৃদয় অধিকার,
হ'বে পার যদি, লও নিরবধি,
হরিনাম মহৌষধি তার।

যে কালের করে নাহি কার ত্রাণ,
দীন ধনিজন সকলি সমান,
যায় তার ভয় ও অভয়পদ
সম্বল এ ভবে যার।

৪৭

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

এ রোগের ঔষধি কোথা ;
আছি রুগ্ন অতি, নাই শকতি,
জানাই সবে নিরোগিতা।

পরে জানাই পরম যোগী,
কই কত ধরমের কথা ;
জ্বলে হৃদয় মাঝে পাপের অনল
বাইরে দেখাই শীতলতা।

"ক্ষমা কর" বলে যে পাপ
স্বীকার করি তোমার কাছে ;
সে সব গোপন করি লোকসমাজে,
প্রমাণ করি পবিত্রতা।

পূজি তোমায় সে সব মিছে,
করি কেবল লোকের পূজা ;
আমার ভজন সাধন, মুখের বচন,
ব্রত কেবল লৌকিকতা।

দে মা দণ্ড এ পাষণ্ডে,
যত ইচ্ছা থাকে মনে ;
দ্বিজ দুর্গা বলে কোন্ মুখে আর
ক্ষমা চাব জগন্মাতা !

৪৮

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

("কত কাল পরে বল ভারত রে"—সুর)

কৃত পাপ উপার্জ্জিত সম্পদে কে,
বল ভুক্তভোগী থেকে মুক্তি পাবে ?

আগে না ত্যজিলে কখনো সে সবে,
ভেব না ভেব না কৃতকার্য্য হবে।

নিজ কণ্ঠদেশে বাঁধিয়ে পাষাণে,
কেবা শক্তি ধরে কোথা সন্তরণে ?

রাখি পাপ মলা হৃদয়ের মূলে;
কি হ'বে ডুবালে তনু গঙ্গা-জলে ?

৪৯

ঝিঁঝিট—যৎ।

("ভাব দেখি মন সে দিন কেমন"—সুর)

রসনা শাসন কত দিনে হ'বে আর,
কবে যাবে পাপ-অসত্যের অধিকার!

হরিনাম সুধা যা হ'তে পারে বরিষণ হ'তে,
তা হ'তে পরের পরিবাদ কেন আর?

সরস সঙ্গীত যার, দ্বিতীয় অমৃত ধার,
তা হ'তে অসত্যে কেন ডুবিল সংসার!

আছে জীবিকার পথ, খোলা সত্য শত শত,
কেন তবে করে এত তার ব্যভিচার!

বিধির এমন দানে, কেন হায় অকারণে,
কেন করে কলঙ্কিত নাম রসনার!

সত্য পালনের তরে, যাদের খ্যাতি সংসারে,
কেন তা সবার পরবংশে অনাচার!

কেন হোলো এ দুর্গতি, এত দূর অবনতি,
কবি বলে অধীনতা এর মূলাধার।

৫০

ভৈরবী—পোস্ত।

("ন্যাংটা মেয়ের এত যে আদর"—সুর)

কর্ম্মকালে ধর্ম্মরক্ষা করিছে ক'জন ?
ধর্ম্মে কর্ম্মে তাই এত হেরি অমিলন।

মুখে হরিনাম গান, কিন্তু অর্থগত প্রাণ,
স্বার্থের সেবক কার্য্যে হেরি অনুক্ষণ।

"সাধুতা ধর্ম্মের সার" এই বাক্য মুখে যার,
অবাধে সে করে পর বৈভব হরণ ;
কথায় সত্যের দাস, পায় যারে পরকাশ,
কার্য্যকালে করে সে অসত্য আচরণ।

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম," না জানে কে এর মর্ম্ম ?
তবে কেন হেরি এত পরের পীড়ন ;
হায় কবে মিলে সবে, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু,"
কার্য্যকালে এই মন্ত্র করিবে সাধন।

৫১

ঐ—ঐ।

("জানি গো জানি গো তারা তুমি যেমন ভোজের বাজী"—সুর)

তিনিই মানবকুলে, দেবতা এ মহীতলে,
জানেন যে জন, খাঁটি হওয়া যায় মাটি হ'লে।

যিনি নিয়ত নীরবে, নিজের অভাব ভেবে,
(সদা) অবনত, মুক্তি-আশে শ্রীহরি-চরণ-তলে।

জানিয়ে আদেশ তাঁর, সংসারে আসক্তি যাঁর,
(জানি) সর্ব্বকার্য্যে সাক্ষী তাঁরে, আশঙ্কা অধর্ম্ম বলে।

বিধির আদেশ জ্ঞানে, যিনি কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
(হেরি) সদা অনুরক্ত, যাঁর দৃষ্টি নাই সে কর্ম্মফলে।

বাহিরে জ্বালিতে আলো, যিনি না বাসেন ভাল,
যাঁর, যাবে কিসে মনের আঁধার, এই ভাবনা প্রতিপলে।

৫২

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

কেন মা পরীক্ষা এত
কর অধম সুতে অবিরত ?

এক তুফান যায়, আরটী আসে,
আকুল প্রাণে মরি ত্রাসে ;
জ্ঞান হয় ডুব্‌লাম এবার, রক্ষা নাই আর,
প্রাণ হয় আমার ওষ্ঠাগত।

অনেক সময়, ভুলে তোমায়,
থাকি মা সংসারের মায়ায় ;
তাই কি মন থাকে যায় ও রাঙ্গা পায়,
তারি শিক্ষা দিচ্ছ যত ?

হই না কেন পাপী আমি,
সন্তান মা তোমারি ত ;
করি এই ভিক্ষা রেখে কোলে,
দণ্ড দিও মায়ের মত।

দিও না ভয় আর অভয়া,
দুর্গারে কর মা দয়া ;
দিয়ে চরণ-তরি কূলে নে মা,
আর্ অকূলে ভাস্‌ব কত ? *

* দ্বিতীয় পুত্রের কঠিন বসন্ত রোগের সময়ে লিখিত হয়।

৫৩

মিশ্র ভৈরব—একতালা।

("দিন গত কিন্তু নহে ও রাম"—সুর)

হ'ল নিশি ভোর, কেন ঘুমে ঘোর
হ'য়ে র'লে বল অচেতন।

জাগ জেগে এ সময়ে সবে,—
জেগে কর হরিনাম, জুড়াইবে প্রাণ,
সে আনন্দ রবে ভরিবে ভুবন।

ঐ শুন সুখে, বিহঙ্গমগণ,
মিলিয়ে মধুর তানে,—
হ'য়ে আনন্দে বিভোর, প্রফুল্ল অন্তর,
নামামৃত স্রোতে ভাসায় বিজন।

হেসে ঊষা আসি পূরব-আকাশে
বরণ করিছে তাঁরে;—
(লয়ে) কুসুম-সুবাস বিতরে প্রকৃতি,
প্রেমাশ্রু-নীহার করে বরিষণ।

৫৪

মিশ্র মূলতানী—আড়খেমটা।

("মার কথা এখন পোলো মনে"—সুর)

তুমি কার কে তোমার এ ভবে,
বল দেখি কার লাগিয়ে কাঁদ্‌ছ তবে।

এসেছিলে একা, হয়েছিল দেখা
পরে দারা সুত বন্ধু সনে ;
ও সব ছিল না যখন, র'বে কি তখন,
চিরকাল কভু কি সম্ভবে।

চির সহচর নাই যাঁর পর,
জনম মরণ নাই যাঁর উপর ;
চেয়ে দেখ জ্ঞান-চোখে, দেখিবে সম্মুখে,
হৃদয় মাঝারে সে বান্ধবে।

৫৫

মিশ্র মূলতানী—কাওয়ালী।

("আছি মা তারিণী ঋণী ত

তোরা যাবি যদি গৃহবাসিগণ,
জুড়াতে এ জীবন,
সেই অগাধ অমৃত জলে এস ডুবিগে সকলে,
পাপ তাপ হ'য়ে যাবে বিমোচন।

রোগ শোক জরা ভয়ে অনিবার,
কালিম হ'তেছে কায় দেখ চেয়ে একবার,
এর ঔষধ এ ভবনে নাহি আর,
বিনে সেই শ্রীহরি-চরণ-সার ;
এস চল যাই ত্বরা করি,
গৃহ-বাস পরিহরি,
লইগে সে ভয়-হরণে শরণ।

৫৬

মিশ্র ইমন্‌—একতালা।

("এ লাঞ্ছনা কেন জননী"—সুর)

জাগো জাগো গৃহবাসিগণ,
কেন আর ঘুমে অচেতন,
জাগিয়ে আনন্দ রবে হরিনাম গাও সবে,
হৃদয় শীতল হ'বে, হ'বে পাপ বিমোচন।

পাপী তাপী দুরাচার ঘুচাতে পাপ সবার,
এসেছে এ সুধাময় নাম এ দেশে;
অমিলন অন্ধকার র'বে না র'বে না আর,
হ'বে নামামৃত পানে প্রাণে প্রাণে সুমিলন।

৫৭

মিশ্র বিভাস—আড়াঠেকা।

("গেল অমঙ্গল আজি মঙ্গলার আগমনে"—সুর)

কেবল তব করুণা ভরসা করিয়ে ভবে,
জগত জননী মা গো জীবিত রয়েছি সবে।

এ কোমল কুমারীরে বাঁচালে যতন করে,
তাই আজ এ ভবন পূরিল আনন্দ রবে।

মায় করি প্রতিনিধি, স্তনদুগ্ধে নিরবধি
পোষণ করিয়ে এরে আনিলে সপ্তম মাসে ;
আজ হ'তে রেখে পায়, অন্নদানে বালিকায়
পালন কর জননি যাবত জীবিত র'বে। *

৫৮

মূলতান—একতালা।

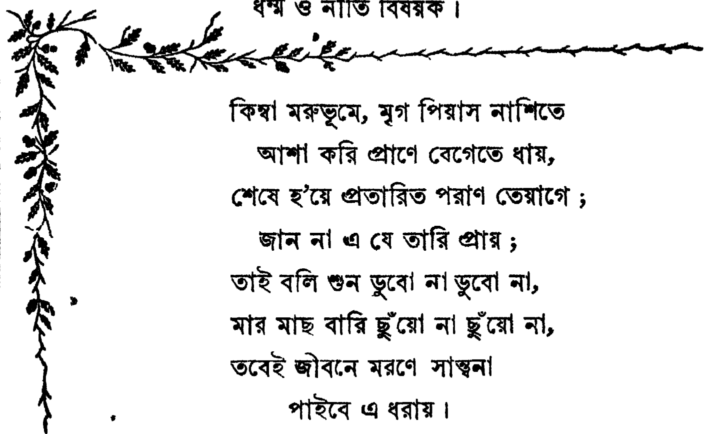
("দোষ কারো নয় গো মা"—সুর)

কত ভ্রম সুখাশায় ;
যারে ভাব দেবে সুখ, সেই মনোদুখ
বিধানিছে তোমায়।

স্বপনে সম্পদ পেয়ে যথা হাতে,
জেগে বিষাদিত হ'তে হয় চিতে,
তেমতি ধরার সুখ আস্বাদন,
পরে পরিতাপ পায়।

---

* জনৈক আত্মীয়ের কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রচিত।



কিম্বা মরুভূমে, মৃগ পিয়াস নাশিতে
আশা করি প্রাণে বেগেতে ধায়,
শেষে হ'য়ে প্রতারিত পরাণ তেয়াগে ;
জান না এ যে তারি প্রায় ;
তাই বলি শুন ডুবো না ডুবো না,
মার মাছ বারি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
তবেই জীবনে মরণে সান্ত্বনা
পাইবে এ ধরায়।

৫৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

("প্রেমব্রত আজ আমার"—সুর)

ভালবাসা আগে চাই
কি ঘরে কি পরে,
তবে ত কুশলে এ জীবন যাবে জেনো ভাই।

প্রথম পরীক্ষাস্থল, জেনো এই ধরাতল,
হেথা কৃতকার্য্য ন'লে
পরত্রে পাবে না ঠাঁই।

প্রত্যক্ষ দেবতা ঘরে, না সেবি পিতামাতারে,
পূজিলে বিশ্ব-মাতারে,
কি সুসার বল তাই।

কি আপন কিবা পরে, না বাঁধিলে প্রেমডোরে,
বল সে প্রেম-সাগরে
কে ডুবিতে পারে ভাই।

৬০

কালাংড়া—আড়খেমটা।

("রমণীর মন কিসে কঠিন"—সুর)

হ'বে যে মরণ তা কি মনে পাশরিলে মন,
আয়ুঃশেষ হ'য়ে এল আশা প্রবল এখন।

সমবয়সী যে সব, ছিল স্বগণ বান্ধব,
দেখিলে স্বচক্ষে তারা গেল শমন-ভবন।

মনে কর নিরন্তর, যেন হয়েছ অমর,
ন'লে কেন কর কাজ, অমর হ'লে যেমন?

৬১

বিভাস—একতালা।

("কোথা রে লক্ষ্মণ করিয়ে যতন"—স্থর)

ফুরাইল দিন এত দিনে সব,
মিটিল ভবের যত লীলা খেলা ;
কর রে চিন্তন গত আচরণ,
করেছ কি মন করিয়ে হেলা।

ছিল যবে তব সময় সমুখে,
চাও নাই মন বারেক সে দিকে,
যাবে দিন স্থখে চিরদিন, এই
হৃদয়ের ভাব ছিল দুবেলা।

মনোহর বেশ ভুষা, অনিবার
ছিল তব কাছে সমাদর যার,
স্নেহের প্রতিমা গৃহ পরিবার,
এ সব কি সাথী হ'বে এবেলা ?

৬২

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুর)

জীবন সংগ্রাম কর সাবধানে ;
টলো না বলো না 'পারিনে'।

রোগ শোক ভয় মৃত্যু অপচয়,
বড়ই দুর্জ্জয় বিপক্ষ সেনা ;
তারা না মানে বারণ, বড়ই দুর্জ্জন,
দয়া মায়া নাই তাদের প্রাণে।

(কভু) কোথাকারে নাই পালাবার ঠাঁই,
সন্ধি ছোলে নাই তাদের সনে ;
(নাই) সময় অসময় কারে যে কোথায়,
আঘাতে আসিয়ে সঙ্গোপনে।

(হ'লে) অধৈর্য্য অধীর আঘাতে অস্থির,
অধিক বিপদ তাদের বাণে ;
যে হয় যতই দুর্ব্বল তারি প্রতি বল
প্রকাশে আসিয়ে প্রতিক্ষণে।

(পায়) সেই ত নিস্তার, এ সংসারে যার
ধর্ম্ম-বর্ম্ম বাঁধা আছে প্রাণে ;
(আর) আছে নিরন্তর বিশ্বাস নির্ভর
অগতির গতি ভগবানে।

৬৩

(ঐ সুর)

কত দিনে যাব সে আপনার দেশে ;
ত্যজি হায় এ বিদেশের বাসে।

(হেথা) কেন এসেছিলাম, কি কাজ সাধিলাম,
কেবল খেটে ম'লাম দিবা নিশে ;
কিছু না পেলাম বিশ্রাম, প্রাণের আরাম,
কেবল জ্বলে ম'লাম চিন্তা-বিষে।

(ছিল) মনে বড় আশা, পাব ভালবাসা,
সুসঙ্গে গোঁয়াব মিলে মিশে ;
এ যে বিপরীত তার, মরীচিকা সার,
প্রাণ যায় যে পরে পিয়াসে।

(যারা) আপনার জন, পুত্র পরিজন,
ব'লে খ্যাত শুনি হেথা এসে ;
এবে দেখি সে সকল মায়ার শৃঙ্খল,
বন্দী করে বধে, অবশেষে।

(আমি) করি কৃতাঞ্জলি ডাকি মা তোমারে,
কারা-মুক্ত ক'রে লও আমারে,
দিয়ে চরণে আশ্রয়, দেও মা অভয়,
অভয়দায়িনি, ত্বরা এসে।

৬৪

বিভাস—একতালা।

("কার প্রাণ নাশন করিস্ রে ভাই"—সুর)

সংসার-সাগরে করিয়ে মন্থন
কেহ লভে সুধা কেহ বা গরল ;
দেয় সাক্ষ্য তার প্রতি ঘরে ঘরে,
কিবা দুঃস্থ ধনী প্রবল দুর্ব্বল।

দেববুদ্ধি যারা অতিনিষ্ঠমতি,
করে লাভ সুধা এ সাগর মথি,
অমরত্ব পায় থেকে বসুধায়,
ভোগে নিত্য সুখ শান্তি নিরমল।

অসুর-প্রকৃতি যে দুষ্ট দুর্জ্জন,
মত্ততার বশে অন্ধ অনুক্ষণ,
তার কর্ম্ম-দোষে ফলে নিত্যফল,
এ সিন্ধু মন্থনে শুধু হলাহল।

৬৫

পিলু—পোস্ত।

("যাব না করি মনে মন কি মানে বাঁশী শুনে"—সুর)

চল জীবন-তরি বেয়ে অতি সাবধানে,
হয়ে নিপুণ রেখে নজর সমুখ পানে।
প্রতিকূল অনিল প্রবাহে কবে কে জানে,
উঠি তুফান তরি ভেঙ্গে মারা যাবে প্রাণে।
আবর্ত্ত আছে কত জান না ত স্থানে স্থানে,
ন'লে সতর্ক, তরি ডুবে যাবে তার টানে।

হরিনামের পালি তুলে চল সাবধানে,
দেখো আপদ যাবে কূল পাবে অভাবনে।

৬৬

(ফিকিরচাঁদী "বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

কত দিন র'বে ভবে, দেখ্ না ভেবে,
ওরে ও মন নেশাখোর।

আছিল সঙ্গী যা'রা, গেল তা'রা,
তবু (ও) ঘোর ভাঙ্গ্ল না তোর।

ভেবেছ জীবন-নদে নিরবধি,
জোরে জোয়ার ব'বে রে তোর;
নাই মনে ভাটার টানে, কাল-সাগরে,
ভেসে যাবে এ তরি তোর।

৬৭

ললিত—আড়া।

যাঁর কৃপাগুণে আজ মিলিয়ে সুখ-মিলনে,
সাধিতে স্বদেশ-হিত এসেছি সবে এখানে।

সে ইষ্টদেব ঈশ্বরে স্মরণ কর অন্তরে,
কৃতার্থ হবে অচিরে তাঁর আশীর্ব্বাদ-গুণে।

তিনি যার সদা পক্ষ সকলি তার স্বপক্ষ,
শুভ-সাধনে সহায় জানিবে নিশ্চয়;
নতুবা মনের সাধ, অস্থায়ী বালির বাঁধ,
পূরণ না হতে হয় লয় কাল-প্রভঞ্জনে।*

৬৮

বাউল—খেম্‌টা।

ও ভাই ভেবো না মনে,
পাপ করে হ'বে সুখী মানব-জীবনে।

পাপের ফল অনিবার্য্য চিরকাল আছে ধার্য্য,
হয় না অন্যথা কোথা এ ত্রিভুবনে।

পাপে ক্ষয় বিধির লেখা নিয়ত যাচ্ছে দেখা,
শান্তি নাই কিছুমাত্র পাপীর জীবনে;
হ'ক্ না সে প্রাসাদবাসী (তবু) ভয়ে ভীত দিবানিশি,
দেখে সে বিভীষিকা নিশির স্বপনে।

---

* এইটী পাবনা সম্মিলনীর ভারেঙ্গা-শাখা-সভায় গীত হয়।

অধর্ম্ম আচরণে শুধু পাপ হয় না মনে,
হয় শরীর ক্ষয় তার সনে বিধির বিধানে ;
শেষে হয় সে পাপের ছুঁতে ক্ষতি পরবংশে বিধিমতে,
হয় পরে পূর্ণাহুতি অকাল মরণে।

ভুলা'তে লোকের মনে বাহিরের আচরণে,
পাপ ছাপা রয় না আগে জগতে জানে ;
পদের কি ধনের জোরে (কিছু) কয় না কেহ মুখের পরে,
কিন্তু অন্তরে ঘৃণা করে সে জনে।

তুষের অনলের মত পাপীর প্রাণ অবিরত
পুড়ে অঙ্গারের মত হয় পাপানলে ;
ক্ষমতা প্রভুত্ব বলে কভু নিবান যায় না সে অনলে,
কি করে বাহিরে তার চুয়া চন্দনে।

অনিত্য শরীর ধরে মিছে কেন অহঙ্কারে,
কেনই বা সরার মতন দেখছ ধরারে ;
আজ আছ কাল কোথা র'বে (একবার) দেখ দেখি মনে ভেবে,
সকলই ফেলে যা'বে শমন-সদনে !

৬৭

ভৈরবী—একতালা।

("দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন—সুর)

কেন হায় রয়েছ রত পাপে অনিবার ;
সুখের আধার নাহি শেষ আর,
ভেবেছ কি এ সংসার ?

আছে জ্ঞান বুদ্ধি জানা সদসৎ,
রয়েছে দেখিছ খোলা পুণ্যপথ,
তবে কেন বল পরিহরি আলো,
ভালবাস অন্ধকার।

জ্ঞান সুধা পানে ক্ষুধা দূরে যায়,
কি দেব মানব অমরত্ব পায়,
তবে কেন বল পানে হলাহল,
আপনা বিনাশ আর।

জেনেছ কি গৃহে পুত্র কন্যা দারা,
তব কৃত পাপে অংশী হ'বে তারা,
নরক-যন্ত্রণা ঘুচাইবে তব,
লয়ে এ দুষ্কৃতি-ভার ?

যদি থাকে তবে মিছে সে বাসনা,
পাপ ভার কেহ ল'বে না ল'বে না,
সঙ্গে কিছু তব যা'বে না যা'বে না,
পা'বে না সাহায্য কার।

রাখিবে যে ধর্ম্ম জেনে রাখ ভাই,
শেষ দিনে তার সঙ্গে যা'বে তাই,
তা বিনে সম্পদ স্বগণ বান্ধব,
কেহ নহে আপনার।

৭০

মূলতান—একতালা।

বল প্রেম বিনে কে কবে,
দেখা পেয়েছে আরাধ্য-দেবে?

যার আছে প্রেমধন তারি কেনা সে রতন,
বেঁধেছে সে প্রেমের ডোরে এ সংসারে সকল জীবে।

প্রেম বিনে মিছে সাধন কি ধ্যান কিবা মনন,
মিছে আশা তরি বিনে উত্তরিতে মহার্ণবে।

৭১

কালাংড়া—একতালা।

("এ কলঙ্ক তোমার কালা"--সুর)

না জানি কত সুন্দর রূপ তব মনোহর,
নমুনায় নিরবধি পেতেছি প্রমাণ তার।

ধন জন সুত জায়া তোমারি রূপের ছায়া,
স্নেহ প্রীতি রসে তব সুবাস করে প্রচার।

পাই যে সুধার তার পানাহারে অনিবার,
আছ বলে মূলে তুমি ওহে অমৃতসাগর!

তব ছবি যদি সবে ওতপ্রোত ভাবে তবে
কেনই 'অসার এ সংসার' বলি নিরন্তর।

কর্ম্ম-দোষে চিরকাল মন্থনে মিলে গরল,
মিলে সুধা কর্ম্মগুণে ধর্ম্ম যার সহচর।

৭২

পরজবাহার—যৎ।

("দক্ষ না করি বিচার"—সুর)

আর বলো না এমন—
"মিছে এ সংসার, মিছে ধন পরিজন।"

নাই কি ইহার মূল, ভাব কি এসব(ই) ভুল,
অলীক ভোজের বাজী নিশির স্বপন ?

তাই যদি সত্য হ'বে বল শুনি কেন তবে
হ'ল এত আয়োজনে জীবের সৃজন ?

স্নেহ প্রীতি বুদ্ধি জ্ঞান পেয়েছ যে আভরণ
বিফল, বল কি এ সকলি অকারণ ?

জলে ফলে শস্যে ভরা কেন হ'ল বসুন্ধরা,
কেন অনিল অনল আলোক সৃজন ?

যিনি বিশ্বের কারণ, বিশ্ব যাঁর নিরমাণ,
তাঁরি এ সব সৃজিত বুঝি' প্রয়োজন।

৭৩

প্রসাদী।

মিট্‌লো ভবের লীলা খেলা!
চল্ যাই নিবাসে থাক্‌তে বেলা।

ওরে ও মন শোন্ রে কথা,
করিস্ নে আর অবহেলা;
এখন সঙ্গে যাবে ধর্ম্ম যা, তা
তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলা।

জানিস্ ত রে পথে আছে
সে দুরন্ত যমের জ্বালা;
তাই হ'বে যেতে, না ছোঁয় যাতে,
পরি হরিনামের মালা।

৭৪

মিশ্র ইমন্—একতালা।

("ভবে সেই সে পরমানন্দ"—সুর)

তোমারি কৃপাতে চলে এ জীবন,
ন'লে এ প্রাণ-পতঙ্গ পালাত কখন।

দুখে যে অধীর হ'য়ে যাই গলে,
তোমাতে নির্ভর নাই তাই বলে,
থেকে সিন্ধুতীরে পিপাসায় মরি,
মরুক্ষেত্রে করি বারি অন্বেষণ!

ধন পুত্র দারা তোমারি ত দান,
তমিই সকল সুখের নিদান;
দুঃখ যত পাই নিজ কর্ম্মদোষে,
না বুঝি' আদেশ মিছে অকারণ।

যা হ'বার হ'ল কি ব'লব আর,
ক্ষমা কর হরি গুণে আপনার;
অন্তে দিও স্থান ও অভয় পদে,
পতিতের গতি পতিতপাবন!



জাতীয় ও সামাজিক।



জাতীয় ও সামাজিক।

১

("তোমরা কেউ ঘুমায়ো না"—সুর)

সে দিন কি আস্‌বে দেশে!
যে দিন বুঝে স্বদেশের অভাবে,
করিতে পূরণ করি দৃঢ় পণ
আপনা ভুলিয়ে মিলিবে দশে।

যেখানে যা ভাল এনে অকাতরে
পূরিবে যতনে স্বদেশ-ভাণ্ডারে;
হ'বে অবসান যবে দুখ-নিশি
সুখ-প্রভাকর-কর প্রকাশে।

এ দেশের তরে প্রয়োজন যত,
দেশবাসী হ'তে হ'বে নিরমিত,
পরের ভরসা দূর পরাহত
হেরে, যবে সবে ভাস্‌বে হরষে।

ভারতের যান ভারত সাগরে
ভাসিবে যে দিন কাতারে কাতারে,
লয়ে ভারতের বাণিজ্য সম্ভারে,
বিনিময় তরে দূর প্রদেশে।

কবি বলে কিছু অসম্ভব নয়,
বৃটনের কৃপানদী যদি বয়,
অবশ্য হ'বে সে শুভ দিনোদয়,
সোণা হ'বে দেশ পরশ-পরশে!

২

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

("এ কলঙ্ক তোমার কালা"—সুর)

সে জাতি কভু জাগে না, কখনো তারা জাগে না,
অনন্ত জ্ঞানের রাজ্য সসীম বলে যাদের জানা।

বিদেশ-বিশুদ্ধাচার গ্রহণে যাদের মানা,
চিন্তা-স্রোতে রোধে যারা দিয়ে শুধু আবর্জ্জনা।

স্বদেশের সবই ভাল, (তার) মন্দ কিছু কেউ ভাবে না,
জ্ঞানী আর অজ্ঞানী মিলে এক পথে চলে দুজনা।

কৃষি শিল্প আদি যাতে যত্ন নিলে ফলে সোণা,
ত্যজিয়ে সে সবে যারা করে পরের উপাসনা।

৩

কালাংড়া—একতালা।

তারাই জীয়ন্তে মরা অনাদৃত ধরাতলে,
চলে না আপন বলে পরের সাহায্য পেলে।

সাধ্য সত্ত্বে ভিক্ষা করা যাদের দেশের ধারা,
অদৃষ্টেরে দোষে যারা নিজ দোষে কষ্ট পেলে।

সময় যারা সতত অলসে করে অতীত,
বারেক ভাবে না তা যে ফিরে না বিগত হ'লে।

জ্ঞান যথা পুথিগত, (কাজে) কৈ কে করে পরিণত ?
পরিতুষ্ট হেরি যারা (যদি) পরের দাসত্ব মিলে।

৪

ভৈরবী—মধ্যমান।

("লও সোণা হও হে বিদায়"—সুর)

হ'বে না আশার সুসার, জেনে রাখ সার,
সমাজ শোধন বিনা জাতীয় উন্নতি আর।

অকাল প্রসব মূলে দিতে হ'বে আগে তুলে,
কলঙ্ক কুরীতি কুল সমূলে ন'লে সংহার।

কুরীতি অধিবেদনে না তুলে দিলে যতনে,
না করিলে নিরন্নের পরিণয় পরিহার।

রাঢ়ী বারেন্দ্র মিলন অতি প্রধান সাধন,
স্ত্রী-শিক্ষা সমাজে কভু না হইলে সুপ্রচার।

'লইলে কন্যার পণ হয় নিরয় গমন,'
এ জ্ঞান উদয়ে দূর না হ'লে এ দেশাচার।

৫

কালাংড়া—ঠুংরী।

("কোথা কৃষ্ণ জয় যদুপতি জনার্দ্দন"—সুর)

বাঙ্গালীর যে ভাল হ'বে ভরসা কি তার ?
বাহির ভিতর ভিন্ন অসম্ভব হেরি যার।

একের কষ্ট লাঞ্ছনা হেরিয়ে সম বেদনা
না হয় যাদের প্রাণে কভু একবার,
ফিরিয়ে না চেয়ে তারে করে পরিহার,
তাদের কুশল বল কেমনে হইবে আর ?

যাক্ দেশ অধঃপাতে, ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাতে,
আপনার স্বার্থ যাতে সেই মন্ত্র সার ;
সংসারের সীমা স্বীয় গৃহ পরিবার,
আরাধ্য দেবতা শুধু অর্থ আর অলঙ্কার।

৬

ভৈরবী—পোস্ত।

("ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা"—সুর)

হেরিয়ে কালের গতি প্রাণে ব্যথা পাই,
পরিয়ে মুখস যেন ভ্রমিছে সবাই।

বাহিরে চটক সার ভিতরেতে অন্ধকার,
ভণ্ডের বাজার যেন যে দিকে তাকাই।

দেখাইতে পরস্পরে, সাজসজ্জাই বাহিরে,
অন্তর সন্ধান লওয়া দেখিতে না পাই ;
খাঁচা আছে নাই ছানা, প্রাণশূন্য দেহখানা
খালি ঘরে পাহারা দিতেছে ঠাঁই ঠাঁই।

মুখে মাত্র সদালাপ, অন্তরে বিষাক্ত সাপ,
মূর্ত্তিমান্ পাপ যেন নিরখি সদাই ;

ধর্ম্মকথা ধর্ম্মশাস্ত্র স্বার্থ-সাধন-অস্ত্র,
পরার্থে নিয়ত ভাবে আপদ বালাই।

৭

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ"—স্থর)

এ দেশের যে ভাল হবে তা বুঝি কিসে,
চলে না কেহ মিলে মিশে।

বহু সম্প্রদায় দেখি দেশময়,
কেবল বিদ্বেষ কথায় কথায়,
(হেরি) একে অন্য জনে নিন্দে প্রতিক্ষণে,
পরস্পর জরা হিংসা বিষে।

বাক্যে বাচস্পতি, কার্য্যে ফক্কিকার,
প্রতিজন করে পরের বিচার ;
(কিন্তু) আপনার বেলা হেরি অবহেলা,
—বহুরূপী যেন ভূষাবেশে !

নানা ব্যাধি-বিষে পূর্ণ হ'ল দেশ,
সুস্থতার সুখ হ'তেছে নিঃশেষ,
(দেখি) খাদ্যাভাব হেতু বরষে বরষে
দলিতেছে দুরভিক্ষ এসে।

৮

ভৈরবী—পোস্ত।

("ন্যাংটা মেয়ের এত যে আদর"—সুর)

ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা মাটি হ'ল দেশ,
করো না পতঙ্গ রে আর অনলে প্রবেশ।

ভাব ডিক্রী পেলে মনে, গেলে যে ভাই ধনে প্রাণে,
বুঝ্‌লে না হায় বিষ পানে তনু হ'ল শেষ।

ঘরের ধন পরকে দিয়ে, ফল কি রে লাঞ্ছনা স'য়ে,
থাক ঐক্য বাক্য হয়ে ঘুচে যাবে ক্লেশ।

ভাব যারে পক্ষ বল সে যে রক্তক্ষয় স্থল,
শুকালে শোণিত হ'বে সম্পর্কের শেষ।

আর ব্যাধ-বংশী-রবে মুগ্ধ হোয়ো না সবে,
যেও না যন্ত্রণাজালে করিতে প্রবেশ।

গেলে নাহি ফেরা যায়, ধর্ম্ম অর্থ সব (ই) যায়,
ঘটে ভাগ্যে পরিণামে দুর্গতি অশেষ।

৯

ভৈরবী—পোস্ত।

("ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা"—সুর)

শিক্ষিতা রমণী-সঙ্গ সুখের সদন ;
অতুল যেমন মণিকাঞ্চন মিলন।

স্বর্গের সৌরভ তায় সদা প্রবাহিত হয়,
সুখী সে দম্পতী শান্তি ভোগে আমরণ।

সন্তানে সুশিক্ষা পায় সু-আদর্শ হেরে যায়,
হন ভার্য্যা সুখে দুখে স্বামীর সহায় ;
কুটীরেও সে আলয় সদা সুশোভিত রয়,
—মর্ত্ত্যে মনোহর মূর্ত্তি নন্দনকানন !

১০

(ঐ—ঐ সুর)

জুজেতে ঘর সুখের আকর (?) আছে কি এমন,
খুঁজিলে সংসারে কোথা এ দেশে যেমন ?

বাহিরে পুরুষ যত জ্ঞানালোকে আলোকিত,
ভিতরে তিমিরাবৃত রমণীর মন।

সাহিত্য বিজ্ঞান লয়ে পুরুষ তৃপ্ত বাহিরে,
অন্দরে অসার চর্চ্চা চলে অনুক্ষণ;
ষষ্ঠী স্থবচনী সার ভেবে তুষ্ট বনিতার,
উপনিষদের ধর্ম্মে স্বামী নিমগন।

হেন বিসদৃশ ভাব যত দিন তিরোভাব
না হ'বে, হ'বে না পূর্ণ জাতীয় জীবন;
কি হ'বে অর্দ্ধ সচলে অর্দ্ধ থাকিলে বিকলে?
এ দু'ভাবে শুভ আশা নিশির স্বপন।

১১

কালাংড়া—একতালা।

("সামাল দেখি"—সুর)

কি ফল তার জীবনে,
যে বা স্বার্থ বলিদানে, শক্তি সত্ত্বে উপকার
করে না বিপন্ন জনে।

দেশের দুর্গতি হেরে,
(যে জন) সে দিকেতে চায় না ফিরে,
অন্নদানে নিরন্নেরে,
(যারে) বিমুখ হেরি নয়নে।

স্বদেশ মঙ্গল ব্রত
(যে রয়) সাধনে সদা বিরত,
উপরান্ত প্রতিবাদী
হেরি যারে প্রতিক্ষণে।

অকারণ অত্যাচারে,
স্বচক্ষে সমুখে হেরে,
যে বিপন্ন স্বদেশীরে
(হেরি) বিমুখ সাহায্য দানে।

১২

ভৈরবী-পোস্ত।

("ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা"—সুর)

ধন্য তুমি ধরাতলে কলি নটবর,
ওষ্ঠাধরে হাসি মাখা অন্তরে জহর!

ধীরগতি হিংসাহীন,
জানাও লোকে প্রবীণ,
কার্য্যকালে মীন-মিত্র যেন বকবর।

বাহিরে নিয়ত ভান যেন ধর্ম্মগত প্রাণ,
অধর্ম্মে অরুচি, মুখে বুলি 'ভগবান্' ;
"ধর্ম্ম গেল গেল" রবে নিয়ত জাগাচ্ছ সবে,
কি হচ্ছে নিজের ঘরে নাই সে নজর !

নিজে তুমি বার মাস দুরন্ত রিপুর দাস,
হাসি খুসি রসোল্লাসে ভরা ভাদ্র মাস ;
দিয়েছ বরাত ঘরে অনাথিনী বিধবারে,
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সে করিবে নিরন্তর !

বহু বিবাহের পাপ সঞ্চয়ে নাহি সন্তাপ,
কুলীন সন্তান বলে প্রকাশ প্রতাপ !
আইবুড় রয়েছে মেয়ে, দেও না বিয়ে ধর্ম্ম খেয়ে,
দিচ্ছ বহু যুবতীরে এনে বুড়ো বর !

১৩

ঐ—ঐ ।

("ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা মাটি হ'ল দেশ"—সুর)

এই কি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম বল দেখি তাই,
বল ত শপথ করি—সকলে সুধাই ।

যবনের হয়ে দাস, কোন্ বিপ্র বার মাস,
'ঐহিকের সুখ সার' ভেবেছিল ভাই ?

দ্বিজ কি বিজাতি সনে বসি সদা একাসনে
অধ্যয়ন তার ভাষা করিত সদাই ?
শিক্ষা ছেঁটে তেড়ি কেটে তার বেশ ভুষা এঁটে
অর্থ আহরণে রত থাকিত সবাই ?

চণ্ডাল চামার সনে, শুনেছ কি এক যানে
সেকালে ব্রাহ্মণ জাতি ভ্রমিত সদাই ?
পিরালীতে পরিণত হয় কি ব্রাহ্মণ যত,
এবে অখাদ্য-রন্ধন-গন্ধে কোন ঠাঁই ?

ব্রাহ্মণ ভিষক্ হ'লে জান না শাস্ত্রে কি বলে ?
লোহ বিক্রয়ী বিপ্র কত অন্ত নাই ;
ব্রাহ্মণের কুল জাত সুরাপায়ী শত শত
সমাজে আদৃত অতি দেখিবারে পাই।

হবিষ্যান্ন ভিন্ন যার ছিল না অন্য আহার,
তার বংশে আমিষ করেছে অধিকার ;
নাই অন্নের বিচার, হাতে খায় যার তার,
হাটে ঘাটে হোটেল বসেছে ঠাঁই ঠাঁই।

১৪

(ফিকীরচাঁদী—"বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

উদর তোর আধিপত্য হেরে সত্য,
কতই ভাবি মনে মনে ;
তোর তরে কিনা করে এ সংসারে,
নিত্য হেরি মানবগণে।

কত ভেক্ ধর্‌ছে নরে, তোরি তরে,
না মেনে বিধির বিধানে ;
ঠিক্ যেন সঙের বাজার, দিতেছে সঙ্
একের কাছে অন্য জনে।

ধুতে যার মনের মলা নদী নালা
শুকায় বুঝি অনুমানে ;
হেরি তায় তোরি জ্বালায় সাধুর সাজে,
তত্ত্ব কথা শুনায় কাণে।

ভুয়া মাল বলে সেরা দিচ্ছে ঢেরা,
তুইত মূলাধার সেখানে ;
নাচে লোক লোকের কাছে তোরি দায়ে
চূণ কালি মেখে বদনে।

জানে যায় দেশের দ্বেষী, মহাদোষী,
পক্ষপাতী আচরণে,
তোর তরে খেয়ে লজ্জা, করি সজ্জা,
তোষে তায় অভিনন্দনে!

১৫

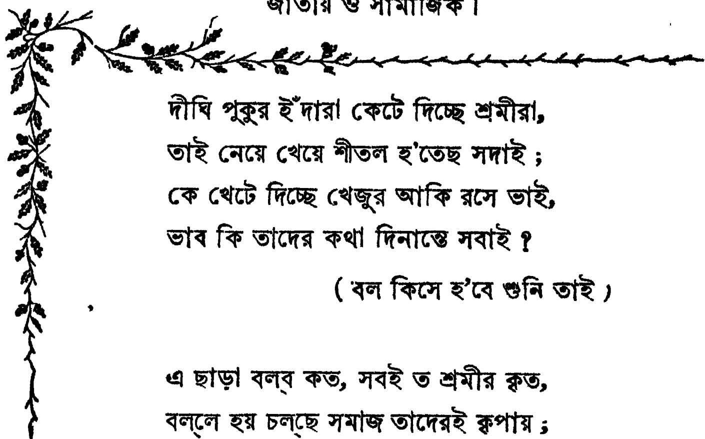
বাউল—খেমটা।

("বেয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্ছে যমুনায়"—সুর)

না হ'লে শ্রমীর ভাল দেশের ভাল ভাই,
বল কিসে হ'বে শুনি তাই।

যার হ'তে অনায়াসে ফসল বসে পাই,
যে না শ্রম কর্‌লে পরে অন্নে মারা যাই।
(বল কিসে হ'বে শুনি তাই)

নৌকা দোন পাল্কী গাড়ী, কি খড়ো কোটা বাড়ী,
কার হ'তে হচ্ছে তোয়ের বল শুনি তাই;
যারা শ্রম করে বলে ফল ফলারি পাই,
মিলিছে যাদের শ্রমে কি মোণ্ডা মেঠাই।
(বল কিসে হ'বে শুনি তাই)



দীঘি পুকুর ইঁদারা কেটে দিচ্ছে শ্রমীরা,
তাই নেয়ে খেয়ে শীতল হ'তেছ সদাই ;
কে খেটে দিচ্ছে খেজুর আকি রসে ভাই,
ভাব কি তাদের কথা দিনান্তে সবাই ?
(বল কিসে হ'বে শুনি তাই)

এ ছাড়া বল্‌ব কত, সবই ত শ্রমীর কৃত,
বল্‌লে হয় চল্‌ছে সমাজ তাদেরই কৃপায় ;
এ হেন উপকারী যাদের পরে নাই,
চাও না হায় তাদের পানে, বলিহারি যাই !
(বল কিসে হ'বে শুনি তাই)

যদি স্বদেশের তরে কাঁদে প্রাণ সত্য করে,
কিসে হয় শ্রমীর ভাল ভাব আগে তাই ;
তা হ'লে পা'বে সুফল অচিরে সবাই,
ন'লে মঙ্গলের আশা মিছে আশা ভাই।
(বল কিসে হ'বে শুনি তাই)

পূরা'তে মনের আশা শুধু চাই ভালবাসা,
এ মহামন্ত্র মাত্র সাধনে সহায় ;

তা বিনে করি সভা সমিতি সদাই,
দিলে হ'বে না কেবল আর্য্যের দোহাই।
(বল কিসে হ'বে শুনি তাই)

১৬

কালাংড়া—ঠুংরী।

("দাসীর প্রতি এম্নি দয়া"—সুর)

কিসে বল আছ ভাল বল শুনি ভাই,
অহঙ্কার কিসে কর, বল কি আছে সুধাই।

যে শরীর মূলাধার সে ত ব্যাধির মন্দির,
সুস্থতা-জনিত সুখ বল্লে হয় নাই;
স্বার্থের সেবক সবে দেখিবারে পাই,
ঐক্য বাক্য গেছে দূরে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

শিক্ষার বাঞ্ছিত ফল হেরি বাক্যেতে কেবল,
মূলে দাসত্ব সম্বল জীবন-উপায়;
না জুটিলে সে দাসত্ব প্রাণে বাঁচা দায়,
পেয়ে পর-শিল্প-জাত বাহিরে চটক তাই।

১৭

বেহাগ—একতালা।

("সখি শ্যাম না এল"—স্থর)

সে দিন আসিবে কবে!
'নর নারী তুল্য জ্ঞানে অধিকারী'
বিধির এ বিধান প্রচলন হ'বে।

পাপ পক্ষপাত পালাবে অন্তরে,
প্রবেশিবে সবে জ্ঞানের ভাণ্ডারে
পুরুষ প্রকৃতি প্রফুল্ল অন্তরে,
সাম্য স্থধা নদী প্রবাহিত হবে।

ঘরে বসি শিশু মাতার সদনে,
ল'য়ে মনোমত পাঠ প্রতিক্ষণে,
শিখিয়ে বিবিধ বিষয় যতনে,
হ'বে গুণে গুণবান্;
স্থসময় কিবা হ'লে অসময়,
কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে কিবা মন্ত্রণায়,
হইবেন সতী পতীর সহায়;
মধুর মিলনে ভুবন ভরিবে! *

* ভারেঙ্গাস্কুলে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে এটী গীত হয়।

১৮

(ফিকীরচাঁদী—"বাঁশের দোলাতে"—সুর)

কেবল একতা বিনে দিনে দিনে
যাচ্ছে এদেশ অধঃপাতে ;
দেখি না কোন খানে, এক প্রাণে,
মিল আছে দুজনের সাথে।

কি প্রজা জমীদারে অমিলন,
অমিল হিন্দু মুসলমানে ;
দ্বেষাদ্বেষ ঘরে পরে, মনান্তরে
হচ্ছে মাটি কত মতে।

সমাজের শাসন বাসন নাইক এখন,
স্ব স্ব প্রধান হেরি সবে ;
নাই তরির মাঝি যেন, হাল্ পড়েছে
আনাড়ি সব দাঁড়ীর হাতে।

পায় পড়ি রাখ কথা, অনৈক্যতা
রেখো না আর কোন মতে ;
বাজাও মিলনের ভেরী মিলে সবে,
তর্‌বে যদি বিপদ্ হ'তে।

১৯

বিভাস—একতালা।

("কোথারে লক্ষ্মণ করিয়ে যতন"—সুর)

এই কি সে দেশ, গুণেতে অশেষ
ছিল যার খ্যাতি এ তিন ভুবন!
বীর-মাতা যায় বলিত সবায়,
পতঙ্গ-প্রসূতি হায় সে এখন!

পর-উপকারে, অতিথি সেবায়,
নিয়ত নিরত নিরখেছি যায়,
মুষ্টি ভিক্ষা দানে আজ সে কাতর,
কষ্টে করে হায় উদর-পূরণ!

নাহি সে গৌরব স্বাধীনতা-সুখ,
হয়েছে মলিন সমুজ্জ্বল মুখ,
দুখে দহে প্রাণ নিরখি বয়ান,
এত কি ললাটে ছিল রে লিখন!

কোথা ধর্ম্মরাজ পার্থ মহাবীর,
দেখে যাও এসে দশা জননীর;
ভূপতি-জনন্নী ভিখারিণী আজ,
পর-মুখ চেয়ে যাপিছে জীবন!

২০

কুললক্ষ্মীর উক্তি।

ভৈরবী—মধ্যমান।

("কবে সমাধি হ'ব শ্যামাচরণে"—সুর)

হায় যে কুলে সৃজিলে সে কি নিরদয় !
বিদারিতে কুলীনকুমারীকুলের হৃদয়।

করিয়ে মেল বন্ধন এরূপে বাঁধিয়ে কেন,
যাতনা প্রদানে হেন, বল করি কি উপায় ?

সুপবিত্র পরিণয় হেরি সুখের নিলয়,
এ জনমে হ'বে না তেমন শুভ দিনোদয়।

পতি পুত্র মুখ হেরে সবে সুখী এ সংসারে,
অনন্ত দুঃখ-সাগরে ভাসি মোরা নিরাশ্রয় !

২১

বেহাগ—আড়া।

গুণযুত সুত-লাভ-লালসা যদি অন্তরে,
কর তবে পরিশুদ্ধ সুপবিত্র আপনারে ;

পিতৃ-দোষ-গুণ যত পুত্রে হয় সংক্রামিত,
দোষে দোষ গুণে গুণ সন্তানে আশ্রয় করে।

শত গ্রন্থ অধ্যয়নে কিম্বা সুসাধু বচনে
পুত্রের কি হ'বে বল ফল শুনি আর ;
গৃহেতে পিতার দোষে দোষী পুত্র হ'বে শেষে,
বিধির বিধান এ যে চিরকাল চরাচরে।

যথা তথা দেখ চেয়ে কত গৃহস্থ-আলয়ে,
অধমে অধম সৃষ্টি উত্তমে উত্তম ;
তাই বলি সাবধান, বাচ যদি সুসন্তান,
সুপথে গমন কর, কর ঘৃণা পাপাচারে।

২২

কালাংড়া—ঠুংরী।

("কোথা কৃষ্ণ জয় যদুপতি জানার্দ্দন"—সুর।)

গুণগত গৌরবে বিনে সমাদর,
জাতীয় উন্নতি-পথে কে হয়েছে অগ্রসর ?

যারা গুণে রেখে দূরে বংশের গৌরব করে,
করে উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ ;

তাদের মনের আশা নিশার স্বপন,
বিফল সে আশা, হ'বে অবনতি নিরন্তর।

বরাহের অবতারে পূজা করি ভক্তিভরে,
কৃতার্থ হ'য়েছে সবে হয় কি স্মরণ ?
তাই তার পরবংশ শূকরে এখন
করে সেবা ধরাতলে বল কোথা কোন নর ?

২৩

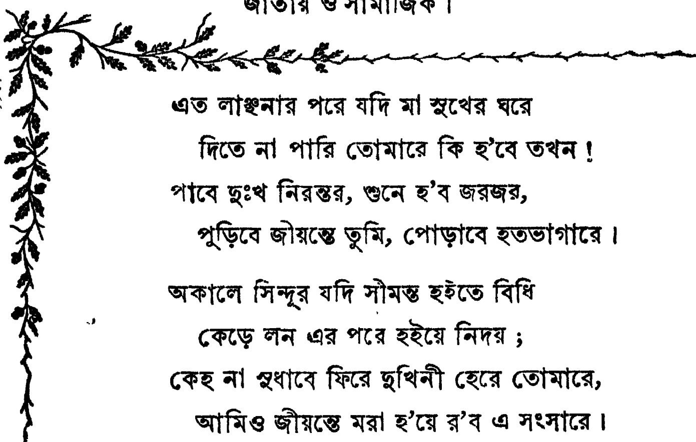
সদ্যোজাতাকন্যার পিতার উক্তি।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন মা এলে এখানে দুখে দহিতে আমারে ;
না জানি তুমিও কত কষ্ট পাবে এ সংসারে।

মা তুমি বাড়িবে যত, শোণিত শুকাবে তত,
হেরিব আঁধার ধরা মনে হ'লে দেশাচারে।

দশম কি একাদশে বিবাহ না দিলে, দশে
দুষিয়ে কতই ব্যথা দিবে অন্তরে ;
যাবে পরে পরহাতে বাস্তভিটা তোমা হ'তে,
হ'ব মা ভিখারী, র'ব নিয়ত মরমে মরে।



এত লাঞ্ছনার পরে যদি মা সুখের ঘরে
দিতে না পারি তোমারে কি হ'বে তখন!
পাবে দুঃখ নিরন্তর, শুনে হ'ব জরজর,
পুড়িবে জীয়ন্তে তুমি, পোড়াবে হতভাগারে।

অকালে সিন্দূর যদি সীমন্ত হইতে বিধি
কেড়ে লন এর পরে হইয়ে নিদয়;
কেহ না সুধাবে ফিরে দুখিনী হেরে তোমারে,
আমিও জীয়ন্তে মরা হ'য়ে র'ব এ সংসারে।

২৪

পিতার উক্তি।

(ফিকীরচাঁদী—"বাঁশের দোলাতে উঠে—সুর)

ছেলে হ'য়েছে শুনে আজ এ দিনে
কতই আশা জাগ্‌লে প্রাণে;
যেন এ জীবননদে জোয়ার-পূরে,
উঠ্‌ল ফেঁপে কাণে কাণে।

ছেলেটায় পাশ করাব আশ মিটাব,
হাত দেখাব অল্প দিনে;

এপাশে আপ্না হ'তে এসে শীকার
তুষ্‌বে প্রাণে রুধির দানে।

যত দূর পার্‌ব শোণিত শুষে নেব,
মান্‌ব না ধর্ম্ম-শাসনে ;
হ'ল কাজ হাঁসিল হেরে বস্‌ব ফিরে
শাস্ত্রের মাহাত্ম্যগানে।

এরূপে আবাদের ফল ছেলে ফসল
পেতাম যদি মাসে মাসে,
ব্যবসায় হ'ত সুসার, বাড়্‌ত পসার,
দে্‌ত সবে অল্প দিনে।

২৫

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুর)

সে দেশের যে ভাল হ'বে তা বুঝি কেমনে,
মূলে যার বাধা শতগুণে।

যার কর্ত্তা জনে জনে রত আজ্ঞা দানে,
পালনের লোক নাই ভুবনে ;
কেবল কথা পরে পরে, আপনার ঘরে
কি হ'তেছে ভাবা নাই স্বপনে।

যার প্রতি ভাই ভাই হেরি ঠাঁই ঠাঁই,
দেখিনা একতা আছে দু'জনে ;
করে হিংসা পরস্পর, পরশ্রীকাতর
হেরি যে দেশের প্রতি জনে।

লক্ষ্য রেখে যারা পরসেবা করা,
নিয়োজিত জ্ঞান উপার্জ্জনে ;
যাদের পরার্থ কথায়, কাজে স্বার্থ হায়,
নিয়ত নিরখি নিশি দিনে।

২৬

ভৈরবী—পোস্ত।

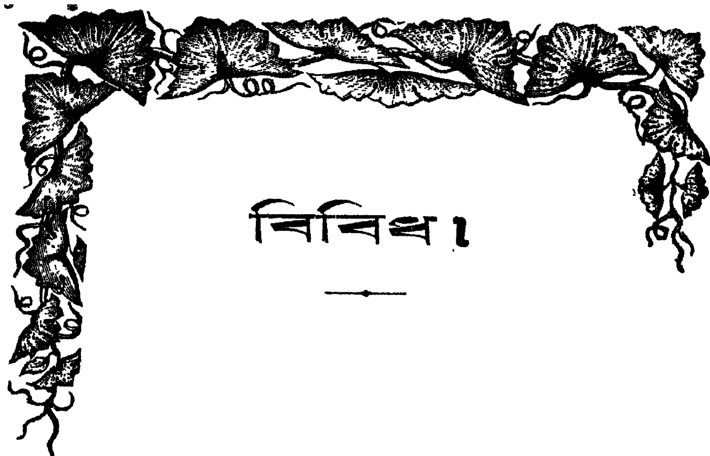
বাঙ্গালী বধের ভাগী কেহ নহে আর,
'স্বখাদ সলিলে' ডুবে মরে অনিবার।

পায় যদি সুখে শুতে চাহে না উঠে বসিতে,
বসিলে দাঁড়ান যেন বোধকরে ভার।

যে মাটিতে বার মাস নিয়ত করিছে বাস,
'সুজলা সুফলা' খ্যাতি এ সংসারে যার,

হ'য়ে তার অধিবাসী অন্নাভাবে উপবাসী,
করে ভিক্ষা নাই লজ্জা দুয়ারে দুয়ার!

নিজেরে নিজে পোষিতে ক্ষমবান নাহি হ'তে,
বিবাহ করিয়ে ভার লয় বনিতার;
হ'য়ে সন্তান সন্ততি বাড়ে অধিক দুর্গতি,
তাইত হ'তেছে দেশ দরিদ্র-আধার।



বিবিধ।



বিবিধ ।

১

আলেয়া—একতালা ।

("নাথ । রাম কি বস্তু সাধারণ"—সুর)

আজ মরতে স্বরগপ্রায়,
মরি কি মনোমোহন শোভার সদন
হয়েছে এ সভায় !
তাদের বৃথা আঁখি ধরা দেখিল না যারা
এসে (এ) পুণ্যভূমি পুনায় ।

এক সূত্রে গাঁথা কোটী কোহিনূর
এমন শোভায় শোভে না প্রচুর,
চাঁদের বাজারে বলিব মলিন,
এর কাছে তুলনায় ।

এক মার ছেলে হিন্দু মুসলমান
মিলেছে সবাই হয়ে একপ্রাণ,
করিতে মায়ের দুঃখ অবসান
এসেছে সবে হেথায় ।

সুসন্তান যাঁরা ভারত-ভূষণ,
যখন তাঁদের হ'য়েছে মিলন,
কি অসাধ্য আছে করিতে সাধন,
বল বল সাধনায়।

বিফল হ'বে না প্রার্থনার বল,
অবশ্য হইবে মানস সফল,
কেন না হইবে—আছে এ দেশের
রাজভক্তি সুসহায়।

কেন না দিবেন যদি ভিক্ষা চাই
কুইন জননী সমীপে সদাই,
কেঁদে সকাতরে যদি কোটী ভাই
ধরি তাঁর দু'টী পায়।

ডাক অবশেষে বিশ্ব বিধাতায়,
কুশলে রাখুন কুইন মাতায়,
উড়ে যেন তাঁর বিজয়-নিশান
চিরদিন বসুধায়। *

* ১৮৯৫ সালের পুনা-কংগ্রেশ উপলক্ষে এই গীতটী রচিত হয়।

২

কালাংড়া—একতালা।

("সামাল দেখি"—সুর)

কবে পশি সমরেতে,
সুদৃঢ় নির্ভীক চিতে
ব্রতী হব সবে মিলে,
কুইনের কল্যাণ যাতে।

জলন্ত উৎসাহ সনে
প্রবেশি রণ-প্রাঙ্গণে,
সমরে বিজয়ী হ'ব,
লক্ষ ভাই বিপক্ষ সাথে।

হ'ক্ সাহেবের সুমতি,
দেন মোদের অনুমতি,
অসার প্রাণে আহুতি
দেই তাঁদের মঙ্গল যাতে।

শিক্ষা দিলে দশ লক্ষে,
সাধ্য কি করে বিপক্ষে ?
বর্ম্মাতে অকর্ম্মা অতি,
যুদ্ধ করি রুষের সাথে।

ভালবেসে অস্ত্র দিলে,
কে আছে এ ভূমণ্ডলে,
পরাজে ব্রিটিশ বলে
সংগ্রামে, আসি ভারতে ?

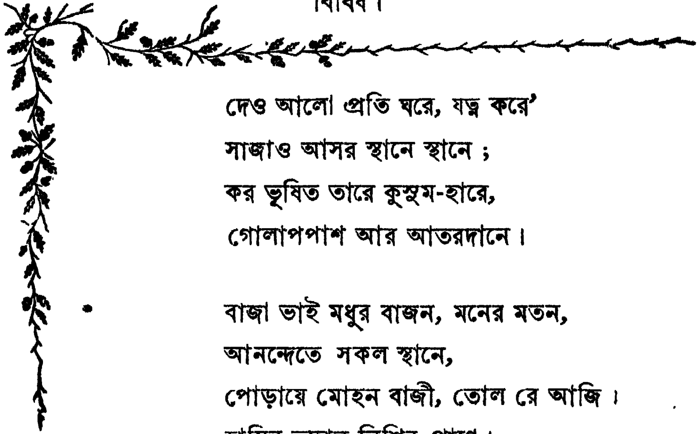
আটা'শ কোটী (র) মিলনে,
তুলনায় এ ত্রিভুবনে,
কে পারে ভারতেশ্বরীর
বলে সমতুল্য হ'তে ? *

৩

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

জয় দে ভাই ভারতবাসী, আজ উদাসী
থেক না কেউ কোন খানে ;
গাও মহারাণীর বিজয় ঘরে ঘরে,
সমস্বরে মধুর তানে।

* ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় এই গীতটি রচিত হয়।



দেও আলো প্রতি ঘরে, যত্ন করে'
সাজাও আসর স্থানে স্থানে ;
কর ভূষিত তারে কুসুম-হারে,
গোলাপপাশ আর আতরদানে।

বাজা ভাই মধুর বাজন, মনের মতন,
আনন্দেতে সকল স্থানে,
পোড়ায়ে মোহন বাজী, তোল রে আজি।
হাসির তুফান নিশির প্রাণে।

হবে যে এমন দিন আর এ জীবনে
ফিরে, বল কে তা জানে ?
তাই বলি হও রে সফল এই সুযোগে,
নিরন্নেরে অন্নদানে।

ভাব ভাই কবি দেখি কল্পনাতে
ভারত-ছবি আজ এ দিনে ;
দেখবে যে ভারত নয় এ, সুখ-সাগরে
বান্ ডেকেছে কাণে কাণে।

৪

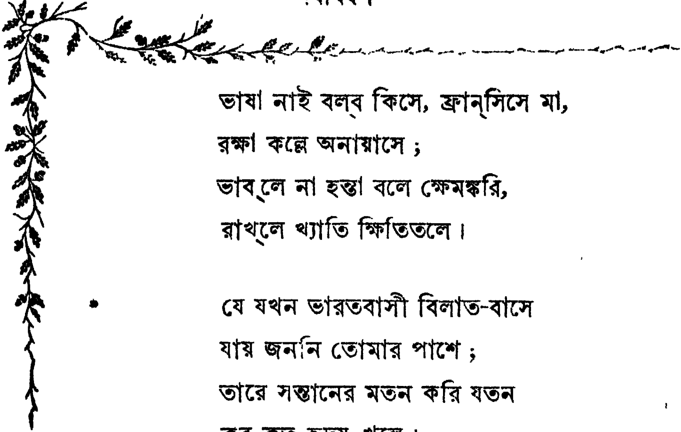
(ঝিঁকিরচাঁদী সুর)

মা তোমার গুণের কথা মনে হ'লে
আনন্দেতে প্রাণ উথলে ;
কত যে দয়া তোমার, বলব কি আর,
ভারতবাসী প্রজা বলে'।

কোম্পানীর কুশাসনে প্রজাগণে
পেতেছে যাতনা জেনে,
রাজ্যভার নিলে হাতে, দিলে অভয়,
তুলে নিলে স্নেহে কোলে।

পঞ্চাশৎ বর্ষ কে আর এ রাজ্যভার,
তোমার মতন লয়ে করে,
করে মা নিরাপদে প্রজাপালন,
ইষ্ট চিন্তা, সুযোগ পেলে।

জ্বালাতন কল্লে কালা সেপাই ক্ষেপে
দেশ বেপে, মা সে সব ভুলে,
তাদেরি পরিজনে অন্নদানে
বাঁচালে দুর্ভিক্ষানলে !



ভাষা নাই বল্‌ব কিসে, ফ্রান্‌সিসে মা,
রক্ষা কল্লে অনায়াসে ;
ভাব্‌লে না হন্তা বলে ক্ষেমঙ্করি,
রাখ্‌লে খ্যাতি ক্ষিতিতলে।

যে যখন ভারতবাসী বিলাত-বাসে
যায় জননি তোমার পাশে ;
তারে সন্তানের মতন করি যতন
কর কত হৃদয় খুলে।

একতা সুধার নদী এই অবধি
বয় যেন মা সকল স্থলে ;
রয় না যেন মনের মলা বলে কালা,
ব্রিটনবাসী তনয় দলে।

এস ঈশ্বরের কাছে হই ভিখারী,
চাই কুশল কুইনের তরে,
করি তাঁর জয় ঘোষণা জগৎ জুড়ে,
কোটীকণ্ঠে বাহু তুলে।

৫

কীর্ত্তন—একতালা।

আয় রে মহারাণীর মহোৎসবে
হ'য়ে সবে একপ্রাণ,
করি আনন্দেতে প্রাণ ভরি
হরিনামামৃত পান।

হ'বে বাইরে আলো দেখ্‌তে ভাল,
কর্‌বে শোভা জনস্থান;
এখন এস করি হৃদয় ধামে
হরিনামের আলোক দান।

করে মোণ্ডা মেঠাই মিষ্ট ফলে
ক্ষণিক মাত্র তৃপ্তিদান;
হয় রে অমর নরে এ সংসারে,
নামামৃত 'কল্লে' পান।

যাতে রন্‌ মা কুইন সুস্থ সুখে,
(তাঁর) থাকে শান্তি পোরা প্রাণ;
এস তারি তরে সমস্বরে
কর হরিনামের গান।

৬

কীর্ত্তন —একতালা।

আয় রে পরি যতন করি সবে,
হরিনামের কুসুম-হার ;
হয় না বাসি গৃহবাসি, এ ফুল,
যায় না রে বাস কভু তার।

হয় সে বিভোর, রয় না ভবের জ্বালা,
এ মালা যার কণ্ঠহার ;
দেখ জগাই মাধাই মহীতলে
অতুলিত সাক্ষী তা'র।

যদি অমর হ'বি, শান্তি পাবি,
প্রাণ জুড়াবি অনিবার ;
তবে প্রাণে পূরে রাখ এ নাম
ওরে ও ভাই জেনে সার।

আজ রে সবে যাঁর উৎসবে সুখী,
মিলেছে আনন্দ-বাজার,
সেই কুইন্ মাতার কুশল আশে
করি হরি-নাম প্রচার। *

* ৩, ৪, ৫, ৬ সংখ্যক গানগুলি ১৮৮৭ সালের জুবিলি-উৎসব উপলক্ষে মুদ্রিত হইয়া নড়াইলে গীত হইয়াছিল।

৭

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

র'য়েছ আপন সুখে বিভোর হয়ে,
পরের পানে চাও না ফিরে ;
খেতেছ দধি দুধে মনের সাধে,
খাওয়াইছ পরিবারে।

সতত (ই) শুন্‌ছ কাণে, অন্ন বিনে
স্বদেশী সব মর্‌ছে প্রাণে ;
দয়া কি হয় না মনে সে সব শুনে,
কোন্ প্রাণে ঘুম যাচ্ছ ঘরে ?

কত ভাত দিচ্ছ ফেলে অবহেলে,
খাচ্ছে কত শ্যাল কুকুরে ;
তা যদি করি রক্ষা দিতে ভিক্ষা,
তবে কি আর এত মরে ?

তোমাদের আদি যাঁরা ছিলেন তাঁরা,
অভুক্ত অতিথি এলে,
শুনেছি অকাতরে কত করে,
না খেয়ে খাওয়াতেন তারে।

জনমি এমন কুলে পুণ্যফলে,
সকলি কি গেছ ভুলে ?
থেক না আর নীরবে, বাঁচাও তবে
অন্ন দিয়ে স্বদেশীরে।

আছে ফল এ জগতে যত মতে,
দেশ বিদেশে লোকসমাজে,
নাই তেমন তুলনাতে, পুণ্য যেমন
অন্ন দিলে বিপন্নেরে।

থাকে না ভবের বিভব, অস্থায়ী সব,
ও কেবল দু'দিনের তরে ;
থাকে সুকীর্ত্তি কেবল অনন্ত কাল,
এ ধরাতল আলো করে।

আজ আছ, কাল যে র'বে কে তা ক'বে,
এক পলে প্রাণ যেতে পারে ;
তাই বলি থাক্‌তে সময়, অসময়ে
দয়া কর গরীবেরে। *

* এই গানটী ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত হয়।

৮

(প্রসাদী—"মা আমায় ঘুরাবি কত"—সুর)

সাহেব হওয়া কি সহজ কথা ?
এ যে বুঝতে নারি মুণ্ড মাথা !

তফাৎ ভাব্‌লে অবাক্ করে,
চমক্ যেন লাগে ডরে,
এ যে প্রভেদ এত বল্‌ব কত,
পতঙ্গে মাতঙ্গে যথা।

একে নদী নালা খালে
নৌকা দোনে চেপে চলে,
(দেখি) জাহাজ যোগে যাচ্ছে আরে
সিন্ধু-পথে যথা তথা।

একে পালায় পট্‌কা শুনে,
মনে মনে প্রমাদ গণে,
(আরে) কামান মুখে যুদ্ধ করে,
কে না জানে সে বারতা ?

কি শিল্প বাণিজ্য যথা,
কিবা বিজ্ঞানে বিজ্ঞতা,
(হেরি) উভয় দলে সকল স্থলে,
চাঁদ জোনাকী বিভিন্নতা।

৯

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

বল কি কর (কি) কাজে, দেখ্‌লে বুঝে
কর্‌তে হয় না দোকানদারী ;
বল্‌তে আর হয় না তবে 'বিলাত মন্দ,
বিলাত-ভাষা অপকারী'।

শিখে ইংরাজী তবে প্রাণ পেয়েছ,
মুখ ফুটেছে দিন দু'চারি ;
বিলাতের ঘড়ী চেনে বুট্‌ বসনে
রক্ষা হচ্ছে বাবুগিরি।

এবে তার সবই মন্দ, নাপছন্দ,
বলে বেড়াও ব্যাখ্যা করি ;
অথচ বিলাতবাসীর কৃপার তরে,
সুযোগ পেলে হও ভিখারী।

এত যে ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মকথা
হাটে ঘাটে হচ্ছে জারি ;
না হ'লে সাহেব সহায় শিখ্‌তে কোথায়,
বল দেখি শপথ করি।

'শিখে ইংরেজী ভাষা ধর্ম্ম গেল'
বেড়াচ্ছ বক্তৃতা করি ;
কাজে তাই শিখাও সুতে ইষ্টজ্ঞানে,
কি ধৃষ্টতা বলিহারি !!

বেড়ায়ে প্রচার প্রথা, সভায় সাধন,
শিখ্‌লে কোথা কেমন করি ?
নয় কি মিশনরি মূলে, বল দেখি,
বল শুনি সত্য করি।

ভাব ইংরেজী ভুলে গেছ সবে,
কি হয় বল দিব্য করি ;
হওনা কি নীরব তেমন নীরব যেমন,
ছিঁড়্‌লে বীণার বুকের ডোরি ?

১০

মিশ্রভূপালী—ঠুংরী ।

("দেখে এলাম বৃন্দাবনে"—সুর)

এ ভবে সবে সমান হ'তে কি পারে কখন ?
ছোট বড় উচ্চ নীচ এ যে বিধির বিধান ।

সুন্দর এ ধরাতলে হের বিভিন্নতা বলে'
অভিন্ন হ'লে কি হ'ত নিরখি সুতৃপ্ত প্রাণ ?

কিবা সুখ দুঃখ হ'তে সুস্থতা অসুস্থতাতে,
পবিত্র পুণ্য আলোকে, পাপান্ধকারে ;
কিবা মিষ্ট তিক্ত তারে, সুন্দর কুৎসিতাকারে,
ভয়ে কি অভয়ে, সদা করে মঙ্গল বিধান ।

১১

(ফিকিরচাঁদী—"এসে সংসার প্রবাসে"—সুর)

ধর্ম্ম যে কিসে যাও আর কিসে থাক,
সে সব ধর্ম্ম জান তুমি ;
তুড়িতে উড়ে থাক দেখে থাকি,
ঝড়েতে না ছাড় ভূমি।

কি ছলে বলে কেড়ে পর রাজ্য
নিলে, বজায় থাক তুমি ;
হও নারাজ বিবাদ মূলে নিতে গেলে
অপর লোকের দু'হাত জমি।

তোমার মান রাখার তরে বিচার করে,
দিচ্ছে ফাঁসী যে হয় খুনী ;
অথচ তোমার জোরে মানুষ মেরে
রক্তে ভাসায় রণভূমি !

দ্বাদশের দু'দিন বাকী থাক্‌লে না কি,
কন্যাদানে থাক তুমি ;
যাও চলে বারোয় পলে বিয়েদিলে,
করি দাতায় অধোগামী !

১২

বেহাগ—একতালা।

("সখি শ্যাম না এল"—সুর)

কবে যাব সেখানে ;
ত্যজিয়ে আমারে অনাথিনী করে,
পতিদেব হায় গেছেন যেখানে।

গিয়েছেন ত্যজি যে দিন দাসীরে,
সেই হ'তে আছি ধ্যান করে তাঁরে,
সঁপে এই প্রাণ সে প্রাণ-ঈশ্বরে,
আশা করে আছি বসে যোগাসনে।

দেখা পাব বলে সে আরাধ্য ধনে,
কেটেছি চিকুরে ত্যজেছি ভূষণে,
অশনের সাধ আর নাই মনে,
করেছি তপস্যা সার ;
কত দিনে বিধি সে আশার ফলে
দিবেন আমারে কাঙ্গালিনী বলে,
গিয়ে স্বর্গধামে পেয়ে তাঁর দেখা,
শীতল করিব এ তাপিত প্রাণে।

১৩

ললিত—আড়াঠেকা।

("অয়ি সুখময়ি উষে কে তোমারে নিরমিল"—সুর).

পুণ্যবতী সতী মাতা শরতসুন্দরী বিনে,
অন্ধকার হ'ল পুরী হায় হায় এত দিনে!

দেখিব না ফিরে আর সে দেবী-মুরতি মার,
হ'ব না শীতল তাঁর স্নেহের বচন শুনে।

দুখিনী বিধবাগণে, নিরন্ন অনাথ জনে,
কে আর আশ্রয় দানে করিবে পালন;
দুর্ভিক্ষ দুর্দ্দিনে আর সহায়তা পেয়ে কা'র,
আসন্ন মরণ হ'তে বিপন্ন বাঁচিবে প্রাণে।

১৪

ললিত—আড়াঠেকা।

("অয়ি সুখময়ি উষে"—সুর)

কেঁদ না জননি কর কর শোক সংবরণ,
ফিরে পুনঃ পাবে দেখা প্রাণের কেশব ধন।

যাবে যবে পরকালে, মা, কেশবে পাবে কোলে,
হারানিধি হাতে পেলে জুড়াবে তাপিত প্রাণ।

সতীর শোকের ভার র'বে না র'বে না আর,
পরত্রে পতির সনে হইবে মিলন ;
কুমার কুমারী সবে পাবে দেখা পিতৃদেবে,
চির-শান্তির আকর সে স্বর্গ-সুখ-মিলন।

মা, তব প্রাণ-কেশব পেয়েছে স্বর্গ বৈভব,
হয়েছে অমর, আছে অমর সনে ;
সে অনন্ত নিকেতন সদানন্দের সদন,
নাহি সেথানে কথন জনম জরা মরণ।

১৫

বেহাগ—আড়াঠেকা।

("অয়ি সুখময়ি উষে"—সুর)

কোথা গেলে কৃষ্ণদাস, ভাসায়ে শোক-সাগরে
জননী জনক জায়া সুত বন্ধু স্বদেশীরে।
ভাবিতে পারিনে মনে তুমি নাই এ ভুবনে,
তোমার প্রসন্নানন আর না হেরিব ফিরে।

রাজনীতিতে নিপুণ তুমি হে থেকে যেমন,
খণ্ডিতে কূট বিধানে করিতে যতন ;
তেমন এখন আর বল কে লইয়ে ভার,
করিবে শরীরপাত বল স্বদেশীর তরে।

বঙ্গাকাশ-শুকতারা, কেন একে একে হারা
হ'তেছে বুঝিতে নারি করি অন্ধকার ;
হা বিধি কি পাপ-ফলে অতল কাল-সলিলে,
হ'তেছে পতন হেন বিশূন্য করি অম্বরে !

১৬

সিন্ধু-নিধনে সিন্ধু-জননীর উক্তি।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

(ঐ সুর)

হা বিধি কি বলিব আর এই কি তোমার বিবেচনা ?
দিয়ে নিধি কেড়ে নিলে করি মোরে প্রবঞ্চনা।
আর কে আসিয়ে কোলে জুড়াবে হৃদি মা বলে,
ক্ষুধায় কাতর হ'লে কে পূরাবে সে বাসনা ?

অন্ধের সম্বল সিন্ধু ছিল নিদানের বন্ধু,
দুখ-সিন্ধু তরিবারে সবে মাত্র এক ভেলা ;
কোন্ প্রাণে বল তায় হরণ করিলে হায়,
এখন জীবন যায় বল কে করে সান্ত্বনা।

দৃঢ় আশা করি মনে বসিয়ে আছি দু'জনে
জুড়া'ব তৃষিত প্রাণে সুশীতল জল পানে ;
পাইব যে পিপাসায়, ভাবি নাই মনে হায়,
জল বিনিময়ে সুত-শোকানলের যাতনা !

১৭

বেহাগ—একতালা।

("সখি শ্যাম না এলো"—সুর)

হায়, হায় কি হ'ল,
কেন আজ দেশে এমন দুর্ময়
নয়নের জলে নদী বহিল !

কেন কোটী কণ্ঠে হাহাকার রবে,
শোকের সাগরে ভাসিতেছে সবে,

বুঝেছি এখন, দেশের ভূষণ
বিদ্যার সাগর অকালে শুকা'ল!

কে এখন আর অশক্ত আতুরে,
বস্ত্রহীন জনে, নিরন্ন কাতরে,
করিয়ে যতন সুধা'বে সাদরে,
করিবে সাহায্য দান;
কে বা বল শুনি বল যথাকালে,
ল'বে তত্ত্ব এবে সরল সাস্তালে?
নিখিল সবার আশার আলোক,
জীবন-সম্বল জীবন ত্যজিল!

বল কে এখন দিয়ে অলঙ্কার,
ভাষায় ভূষিত করিবেন আর,
বাল বিধবার ভেবে ভবিষ্যত
ব'বে অশ্রু এবে কার?
কৃত প্রতিজ্ঞায় কার্য্যেতে এখন
করিতে সফল হয়ে সযতন,
কে আর করিবে লেখনী ধারণ?
দুষ্ট দেশাচারে কে দলিবে বল!

১৮

পূরবী—একতালা।

দিনমানে ছিল তবু বিষয়ে নিপুণ মন,
এসে নিশি জেলে দিল প্রিয়-বিরহ-আগুন।

যত জন-কোলাহল ক্রমেতে ফুরায়ে এল,
ততই সে মনানল জ্বলিছে হ'য়ে দ্বিগুণ।

সে জীবন-সুধা-ধার বহিয়ে কি কভু আর
এ অনল নিবাইবে, জুড়া'বে মম জীবন ?

১৯

কালাংড়া—একতালা।

("এ কলঙ্ক তোমার কালা"—সুর)

হেরি বিবাদ অকারণে,
হিন্দু আর মুসলমানে ;
ভাবি এর ভাবী ফলে,
আতঙ্ক উপজে প্রাণে।

বন্ধু ভাবে এতদিন,
যারা ছিল মিলে অনুক্ষণ,
হায় কে বিরোধাগুন
জেলে দিল তাদের প্রাণে প্রাণে !

এ ভেদ সাধনের তরে,
যারা দিচ্ছে আগুন ঘরে ঘরে,
'শত্রু কি শার্দ্দূল মরে'
তারা এই মন্ত্র আছে ধ্যানে।

২০

ভৈরবী—পোস্ত।

("ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা মাটি হ'ল দেশ"—সুর)

দেখি এ সম্পদে মা গো শুধু বিড়ম্বন,
এ হ'তে ভিখারী-গৃহ শান্তির সদন ;
কি ফল প্রাসাদে বাস,
ভাল ভাগ্যে বনবাস,
হয় হস্তী যানে গতি বৃশ্চিক দংশন।

খেতে শুতে যাতায়াতে
কভু শান্তি নাহি চিতে,
চিন্তা করি রেসিডেণ্ট খর-দরশন ;
ফুকরে কেঁদে যে আর
জানাব মা দুঃখভার,
তাতেও কম্পিত তনু হয় প্রতিক্ষণ।

দুঃস্থ দীন হীন যারা,
সুবিচার পায় তারা,
মা তোমার বিধিবলে হেরি অনুক্ষণ ;
কি পাপ মা আমাদের,
অথবা অদৃষ্ট-ফের,
ঘটেছে ললাটে তাই জীয়ন্তে মরণ।

দেখাতে যদি তোমারে
পারিতাম হৃদি চিরে,
দেখিতে তোমার প্রতি ভক্তি মা কেমন ;
জান না জননী তা'ত,
তাইত কাঁদি মা এত,
মা হারা ব্যাকুল-প্রাণ সন্তান যেমন।

স্বাধীন সবাই কয়,
কিন্তু মা সদাই ভয়,
কি হয় কখন তার নাই মা নিশ্চয়;
না ভাবিতে না চিন্তিতে,
জানি না কি দোষ হ'তে
বিধাতার কোপে হয় চির নির্ব্বাসন!

সন্দেহ সবার মূল,
তা হ'তেই হয় ভুল,
অকূল সাগরে ভাসি হয়ে মা ব্যাকুল;
আদেশের প্রতিবাদে
যদি কিছু বলি কেঁদে,
হয় মা সে শুধু করা অরণ্যে রোদন। *

---

* রাজ্য-চ্যুতির আদেশপ্রাপ্ত কোন কোন দেশীয় রাজার মানসিক অবস্থা অনুমানে লিখিত।

২১

কেরাণী-বিলাপ।

জংলা পূরবী—আড়খেমটা।

("ও পাড়ায় দুধ যোগাতে"—সুর)

এ যদি চাকরী তবে বন্দী বল বল্‌ব কারে ;
হেরে সেবা বল কেবা বল্‌বে না যে কুকুর হারে।

রেতে দিনে নাই অবকাশ,
সমভাবে যায় বার মাস,
অবিরত কাম্‌জারিতে রত হংসপুচ্ছ করে।
(বল্‌ব কারে)

শুধু কিছু প্রভেদ করা,
জামা-যোড়া, জাঙ্গিয়া পরা,
একের বসতি জেলে, অন্যে রয় কাছারী ঘরে।
(বল্‌ব কারে)

২২

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি পাপে কার্ অভিশাপে হইল এমন ;
সোণার ভারত ভূমি অঙ্গার বরণ !

অন্ন বস্ত্র বিনে সবে কাঁদিছে কাতর রবে,
ব্যাধিতে বিশীর্ণ দেহ মলিন বদন।

পুত্রশোকে জননীর নয়নে বহিছে নীর,
পতি-শোকে সতী-হৃদি হ'তেছে দহন;
কোথা বা মা হয়ে হারা শিশু-চক্ষে শত ধারা,
বহিছে, করুণ কণ্ঠে করিছে রোদন।

শস্যহীন হয়ে দেশ ধরিছে মরুর বেশ,
ক্রমে নদ নদী শূন্য হ'তেছে জীবন;
'অদ্বিতীয় অন্নদানে' খ্যাতি যার ত্রিভুবনে,
দুর্ভিক্ষ-পীড়নে ভিক্ষা মাগে সে এখন।*

২৩

ভৈরবী—পোস্ত।

("ন্যাংটা মেয়ের এত যে আদর"—সুর)

ভবের ভাবনা যদি যায়,
তবে কে পায় আর কারে;

* ১২৮৪ সালের ২৩শে মাঘ তারিখের "ভারত সংস্কারক" পত্রে এই গীতটী মুদ্রিত হইয়াছিল।

সাধে কি পরাধীনতা-পাশ পরে—
কেহ পাশ পরে পায় রে ?

বৃথা লোক-ভয়ে ভীত হয় কি কাহার চিত,
হিতাহিত জ্ঞান বল অমূলে—
কি আর অমূলে বিকায় রে ?

ধনীর গরব তাপে তবে কি মেদিনী কাঁপে,
দীনের দুঃখ-অশ্রুতে ধরণী—
কি আর ধরণী ভাসায় রে ?

২৪

মিশ্রবিভাস—আড়াঠেকা।

("গেল অমঙ্গল আজি মঙ্গলার আগমনে"—সুর)

স্বদেশ-মঙ্গল যদি সাধন করিবে তবে,
প্রথমে প্রীতি-বন্ধনে বাঁধ রে স্বদেশী সবে।

অমিলন-অনাচার-অশুচি থাকিতে আর
এ ব্রত সাধনে কারো অধিকার নাহি হ'বে।

পরিহরি মূলমন্ত্র বাজাইয়ে বাগ যন্ত্র,
একতন্ত্রতা সাধনে কে ফল লভেছে কবে ?

২৫

বাল-বিধবার বিলাপ।

বেহাগ—একতালা।

("সখি শ্যাম না এল"—সুর)

কে আর আছে এমন,
আমাদের মত জনম-দুখিনী
অনাথিনী বল এ তিন ভুবন ?

ছিল সুখ যত গেছে সমুদায়,
হারায়েছি যবে পতি দেবতায়,
গতিহীনা হয়ে আছি বসুধায়,
ঘটেছে ললাটে জীবনে মরণ।

'হ'লে পতিহারা গতিহীনা হব,'
এই যদি বিধি হয়েছিল তব,
কেন দীনবন্ধু দিলে না হে তবে
ইচ্ছা-মৃত্যু অধিকার ?
তা হ'লে কি হয়ে জনমদুখিনী,
দয়িত-বিরহে দহিত এ প্রাণী ?
যাইতাম চলে সুখে তাঁর সনে,
করি তাঁর সেই চিতা আরোহণ।

তবে কি এ হৃদে পরিতাপানল
জ্বলিত সদাই হইয়ে প্রবল,
আঁধার হইত ভুবন সকল,
হইতাম নিরাশ্রয় ?
থাকিত কি সুখ কভু কিছু আর,
পারিতাম যদি সঙ্গী হ'তে তাঁর,
গিয়ে স্বর্গপুরে সদা শান্তি ভোগে
সেবিতাম তাঁর ছু'খানি চরণ।*

২৬

ভারতেশ্বরীর প্রতি।

বিভাস—একতালা।

("এ লাঞ্ছনা কেন জননী"—সুর)

এস মা ভারতে একবার,
দয়া করে এস একবার ;
কাতরে করি মিনতি দেখে যাও দয়াবতি,
ভারত সন্তান সব কি ভাবে আছে তোমার।

---

* এই গীতটী ১২৮৯ সালের "আর্য্যদর্শনে" যেরূপে মুদ্রিত হয় তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে প্রকাশিত হইল।

লয়ে রাজ্য নিজ হাতে প্রকাশিলে ঘোষণাতে,
কি জিত বিজেতা পাবে সম অধিকার ;
সে তব মঙ্গল-বিধি কার্য্যকালে সব যদি
সফল হ'ত জননি, থাকে কি অভাব আর ?।

প্রতিনিধি যাঁরা তব এ দেশে আসেন সব,
সকলেই শুনি নানা গুণের আধার ;
কিন্তু পাই আশা যত ফলে না মা ফল তত,
বল করি কি উপায়, ভেবে হেরি অন্ধকার।

পা'বার যা চাই বলে, মা তব শ্বেতাঙ্গ ছেলে
এ কৃষ্ণ সুত সকলে দ্বেষে নিরন্তর ;
কথার ছুতার ছলে রাজভক্তিহীন বলে,
কা'রে বলি এ বেদনা, কে আছে এ দেশে আর।*

২৭

ভৈরবী—পোস্ত।

(" ছাড় রে ভাই মোকদ্দমা"—সুর)

মরি কি সজ্জিত হিন্দু ধর্ম্মের ভাণ্ডার,
যে যা চা'বে পাইবে সে যথা অধিকার।

* ১৮৯৭ সালে রচিত।

ফিরে নাহি কোন জন বঞ্চিত হ'য়ে কখন,
রয়েছে নিয়ত অবারিত তা'র দ্বার।

শাক্তের শক্তিতে ভক্তি, শিবে শৈব-অনুরক্তি,
মুক্তি-মন্ত্র বৈষ্ণবের হরিনাম সার ;
কেহ ফুল বিল্বদলে, কেহ পূজে গঙ্গাজলে,
মানসে পূজিয়ে কারো তৃপ্তি অনিবার।

জ্ঞানে যে অপক্ক তার প্রতি নাহি অবিচার,
অনন্ত নরক ভয় বর্জ্জিত ভাণ্ডার ;
"যে জন যেরূপে ভজে তারে তেম্নি হও মা রাজি",
এমন বিশ্বাসবাণী কোথা মিলে আর ?

২৮

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুর)

বিনে জ্ঞানের মানুষ কভু নয় ত সাঁচা (১) ;
ছা বিনে যেমন খালি খাঁচা।

শিবশূন্য কাশী, স্বরশূন্য বাঁশী,
তালবোধহীনের যেমন নাচা ;
যথা জলশূন্য সর, ফল শূন্য তরু,
শুধু শাদা জলে দেওয়া সাঁচা (২)।
(কেবল বিড়ম্বনা।)

---

(১) সত্য, খাঁটী।   (২) বীজ।

পশুর প্রকৃতি হৃদয়েতে যার,
মানব আকারে সুসার কি তার ?
করি আলোক নির্ব্বাণ আঁধারেতে গতি,
এমন জনের মিছে বাঁচা।

২৯

ক্রীড়াশীল শিশুদ্বয় দর্শনে।

("ভাব্ দেখি মন সে দিন কেমন" এই ভাবের—সুর)

(মরি) কিবা মনোহর শোভা ভূতলে অতুল,
কে গড়িল এ যুগল চাঁদের পুতুল !

মনে এই অনুমানি, স্বর্গীয় ছবি দু'খানি,
অথবা অপরশিত অনাঘ্রাত ফুল !

শুনিয়ে মধুর বাণী শীতল হইল প্রাণী,
যেন নিরঝরিণী করিছে কুলকুল !

নাহি বিষাদের লেশ, কষ্ট কি যন্ত্রণা ক্লেশ,
স্বচ্ছ সরোবরে যেন মরালের কুল !

এমন র'বে না কালে, পুড়িবে সংসারানলে
হায় এ পুণ্য প্রতিমা, ভেবে প্রাণ আকুল।

৩০

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ"—সুর)

মনের কথা বল্‌ব কারে বুঝবে কে তা,
কে আছে মনের মানুষ হেথা !

খাই যদি ধূলো লোকে চিনি কই,
চূণ খেয়ে সবে কই শুকো দই ;
(বলি) অন্ধকারে আলো, সাদায় বলি কাল,
সুধায় বলি বিষ, বিষকে সুধা ।
(সে দুখ্ বল্‌ব কারে)

কেন গঙ্গোদকে ফিরে নাহি চাই,
কূপ-জল পিয়ে পিয়াস মিটাই ;
(করি) সুর-পুরে বাস, অসুরের দাস,
সুধা ফেলে সুরা খাচ্ছি হেথা ।
(হায় কে জানিবে তা)

এ সংসার-কংস-রাজ্যে করি বাস,
সদা ভয়ে ভয়ে যায় বার মাস ;
(তাই) মনে মনে হরিনাম জপ করি,
কাল যাপি ঢেকে মর্ম্মব্যথা ।
(কেবল জানেন হরি)

৩১

কালাংড়া—ঠুংরী।

("কোথা কৃষ্ণ জয় যদুপতি জনার্দ্দন"—সুর)

তিনিই রমণীকুলে দেবীর উদয়,
নীতিহীন পথে যিনি নিয়ত করেন ভয়।

কুকথা কুগাথা যাতে সতত বিতৃষ্ণা তাতে,
সুকথায় সুগাথায় যাঁর সুখোদয় ;
পাপে ঘৃণা পুণ্যে পরিতৃপ্তি অতিশয়,
হরিনামামৃত রসে সরস যাঁর হৃদয়।

সাত্ত্বিকী বসন ভূষা প্রতি যাঁর ভালবাসা,
আশার দুরন্ত নেশা না পরশে যাঁয় ;
যাঁর প্রাণ পরিপূর্ণ স্নেহ মমতায়,
গুরুজনে ভক্তিমতী যিনি সুদীনে সদয়।

'সন্তান সন্ততি যারা না হয় সুপথহারা,
থাকে সুস্থ', যিনি সুশিক্ষিতা এ শিক্ষায় ;
সুখে দুখে যিনি সদা পতির সহায়,
প্রতিবাসী জনে যাঁর ভালবাসা অতিশয়।

৩২

বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র দর্শনে।

বারোঁয়া—ঠুংরী।

("উঠিল ধবল নিশান"—স্থর)

কেবা আছে তোমার সমান,
এ দেশ-দুর্গতিহরা কল্যাণ-নিদান ?

মা তুমি রয়েছ বলে', জীবিত আছি সকলে,
ন'লে হ'ত জনহীন এ দেশ শ্মশান।

পারেনি লুণ্ঠিয়ে দেশ সমূলে করিতে শেষ,
তুমি অনুকূল বলে, মোগল পাঠান।

করের কঠোর ভারে, দুরভিক্ষ-অত্যাচারে,
রক্ষিছ সকলে তুমি নিজে করি দান।

ধনরত্ন অলঙ্কার, কি যান বাহন আর,
তুমি মাত্র এ সবার মূলে বিদ্যমান।

যদি না থাকিতে তুমি, হ'ত কবে মরুভূমি,
বিজাতি-কৃত পেষণে শোষণে এ স্থান।

হিন্দু আর্য্য ঋষিগণে, তোমার মহিমা জেনে,
ব্রহ্মের স্বরূপ তোমা করিতেন জ্ঞান।

৬৩

আলেয়া—একতালা।

("নাথ! রাম কি বস্তু সাধারণ"—সুর)

লাউইস্ এস হে গুণনিধান!
আজ প্রীতি-উপহারে তুষিব তোমারে,
বাসনা করিয়ে অন্তরে,
সবে এসেছি এখানে মিলে প্রাণে প্রাণে
হইয়ে তৃষিত প্রাণ।

বল ওহে মোরা দিব কিবা আর,
হ'তে পারে বল যোগ্য কি তোমার,
আছে মাত্র এক কৃতজ্ঞতা, তাই
এসেছি করিতে দান।

কত ভাল তুমি বেসে প্রজাজনে,
রেখেছিলে সুখে সদা সুপালনে,
আশ্রিত অধীনে পালিতে যতনে
করি কত সুবিধান।

যাবে চলে তুমি ভেবে আজ তাই
বিষাদে মলিন হ'তেছি সবাই,

এই শেষ দেখা ভেবে গুণধাম,
ব্যাকুল হ'তেছে প্রাণ।

দিবা নিশি শ্রম করি অকাতরে,
কাটা'লে জীবন পর-উপকারে,
চলিলে এখন ওহে ভাগ্যবান,
ব্রত করি সমাধান।

যাও ঘরে, গিয়ে শান্তিসুখে থাক,
ভালবেসে সবে সদা মনে রেখ,
দেখো যেন ভুলে থেকো না সকলে,
বলি তব সন্নিধান। *

৩৪

আলেয়া—আড়াঠেকা।

("তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন"—সুর)

কি সুখের দিন আজ, অতুল আনন্দ মনে
মিলিত হ'য়েছি সবে স্মরিতে রামমোহনে।

* এই গানটী কোচবিহার রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ই, ই, লাউইস্ সি, এ মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে যে সান্ধ্যসমিতি হয় তাহাতে গীত হইয়াছিল।

কৃতজ্ঞতা-উপহারে তুষিব আজি তাঁহারে,
গা'ব তাঁর গুণরাশি একপ্রাণ একমনে।

অমর ভারত ছবি সে জ্ঞান-গৌরব-রবি
দিতেছে, দিবে আলোক লোকে চিরদিন;
ধর্ম্মরাজ্যে অমিলন অবশ্য হবে বিলীন,
আসিবে আশার দিন তাঁর মহামন্ত্রগুণে।

জাগালেন সযতনে ঘুমন্ত স্বদেশিগণে,
জ্ঞানের আলোক দানে দেখালেন পথ;
চল সেই পথ ধরি বাসনা সফল করি,
স্মরি সে করমবীর ধরমের মহাজনে। *

৩৫

লক্ষ্ণৌ—টপ্পা।

("কত কাল পরে"—সুর)

বল সে কিসে মানুষ এ ভূতলে,
করমেব কালে ধরমে যে দলে।

---

* ১৮৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোচবিহার "ল্যান্সডাউন হলে" যে মহতী সভা হইয়াছিল, তাহাতে এই গানটী গীত হয়।

হয়ে শাস্ত্রবিশারদ বিদ্যাবলে,
ধনলোভবশে বিপথে যে চলে।

জানি দুষ্ট বিধানে অনিষ্ট ফলে,
চলিছে তবু যে মানি সে সকলে।

পরদাসদশা কারাবাস বলে',
যে কৃতার্থ অতীব দাসত্ব পেলে।

জানি ইষ্ট অশেষ দশে মিলিলে,
মিলনের পথে যে রোধে সবলে।

বুঝি সত্যমূলে সুখ বিশ্বতলে,
বিপরীত অসত্য পথে যে চলে।

"বসুধৈব কুটুম্বক" শাস্ত্র খুলে,
করে স্বার্থসেবা যে ছলে কি বলে।

৩৬

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

("কে রচিবে মধুচক্র"—সুর)

কে বল এখন আর, বল সে বঙ্কিম বিনে,
সাহিত্য-সাগর মথি তুষিবে অমৃত দানে।

মলিন মাতৃভাষারে কে সাজায়ে অলঙ্কারে
স্থাপিবে হৃদি-মন্দিরে,—পুলকে ভাসাবে প্রাণে।

ভাবের তুলি লহরী কে ল'বে পরাণ হরি,
বাজবে কার বাঁশরী এবে সে মধুর তানে।

তুলিয়া পথের তৃণ কে করিবে নিরমাণ
অতুল মনমোহন অমর পুরী বিমানে।

প্রতিভার প্রভাকর, বাণীপুত্র হেন আর,
উজলি বঙ্গ-অম্বর উদিবে কি কোন দিনে।

৩৭

প্রসাদী।

("এবার আমার উমা এলে"—সুর)

টাকা তুমি কষ্টি পাথর
মানব-সোণা পরখ্ তরে;
ভেল কি খাঁটী, চলন, পাকা,
দেখ্‌তে পাই পরীক্ষা পরে।

রং দেওয়া দেখি বাহিরে,
বুঝ্‌তে না পারি ভিতরে;

শেষে কষে, বসে যাই হতাশে,
পাই না খাঁটা এ বাজারে।
তবু ত দূর দুরান্তরে,
মিল্‌ত আদত কারো ঘরে ;
(পাছে) "নাই কাণা মা" হয়—ভাবি তাই,
কেমিকেল এসে সহরে।

৩৮

ভৈরবী—একতালা।

("দিনের দিন সবে দীন"—সুর)

এ কেমন কি সৃজন কিছু বুঝা নাহি যায় ;
অমৃতে গরল লুকায়িত সবে,
নিরখি যথা তথায়।
অনিল অনল দেখ চেয়ে জল
সাধিছে জীবের কতই মঙ্গল,
পলকে প্রলয় হ'তেছে তা হ'তে,
উড়ে পুড়ে ডুবে যায়।
মধুর মিলনে বিরহের যোগ,
স্বাস্থ্য অন্তরালে লুকায়িত রোগ,

জনমে জড়িত মরণ-কারণ,
কে নিবারে বল তায়।

দারা পুত্র বলে সুখের কারণ,
ভোগে দুঃখ জানে ভুক্তভোগী জন,
আশায় নিরাশা নিয়ত নিরখি,
ক্ষতি লাভ লালসায়।

আলো অন্ধকার কায়া ছায়া মত,
হরষের সনে বিষাদ জড়িত,
উত্থানে পতন, সম্পদে বিপদ,
হেরিতেছি বসুধায়।

প্রবৃত্তি নিচয় মঙ্গলের তরে,
রয়েছে সজ্জিত মানব-অন্তরে,
কিন্তু বিষ-বীজ আছে তায় বলে,
হিতে অহিত ঘটায়।

"ডুবিব না, লব স্বকার্য্য সাধিয়ে,"
এই মন্ত্র যার রয়েছে হৃদয়ে,
কবি বলে সেই সংসার-সাগরে
অনায়াসে পার পায়।

———

৩৯

("ভেবে মরি কি সম্বন্ধ"—সুর)

কেন এত দুঃখ কষ্ট এ সংসারে,
হেরি হায় প্রতি ঘরে ঘরে।

বিত্তক্ষয়ে কারো ব্যাকুলিত প্রাণ,
শোকানলে কারো দহিছে পরাণ,
কোথা অন্ন বস্ত্র বিনে হাহাকার রব,
রোগ ভোগে হেরি জীর্ণ কা'রে।
(এ ধরণীতলে)

হেরি সবে হ'য়ে একমনপ্রাণ,
নিয়ত করিছে সুখের সন্ধান,
তবু ঘটে ভাগ্যে দুখ, বুঝিতে না পারি,
এ রহস্য-ভেদে বুদ্ধি হারে।
(কি এ সুধাই কারে ?)

৪০

বেহাগ—আড়া।

যেখানে যা পাবে ভাল সাদরে কর গ্রহণ,
বিজাতি-বিভব ভেবে ঘৃণা কোরো না কথন।

কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান, নীতি শিল্প রসায়ন,
আপন ভাণ্ডারে এনে অভাব কর মোচন।

"আছে" কি "ছিল সকলি" ছেড়ে এ অসার বুলি,
যতনে রতন রাজি কর আহরণ;
অসার এনো না ঘরে, যা আছে ত্যজ সত্বরে,
দেখিবে অচিরে জাতি লভিবে নব-জীবন।

বৃথা অহঙ্কার বশে নীরবে থেকো না বসে,
ভাব কিসে অভাব হইবে বিমোচন;
সঙ্কীর্ণ সীমায় থেকে যারা ভাবে "আছি সুখে",
নিশ্চয় অচিরে তারা হইবে চির নির্ব্বাণ।

৪১

("ভাব দেখি মন সে দিন কেমন"—সুর)

অন্ন বিনে কিসে বাঁচে ভারতসন্তান,
না পাই উপায় কিছু করিয়া সন্ধান।

দারুণ দুর্ভিক্ষানল ক্রমে হ'তেছে প্রবল,
ভাবিয়ে ভাবী দুর্দ্দশা হ'তে হয় হতজ্ঞান।

মরিতেছে কত শত কেবা লেখা করে তত,
পড়ে আছে ভূমে কত হ'য়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ।

যা ফসল হয় দেশে "রপ্তানি" তা লয় শুষে,
কিসে তবে এ বিপদে পা'বে সবে পরিত্রাণ?

বিদেশী ভূপতি 'জার', আহা কত দয়া তাঁর,
অযাচিতে অন্ন দিতে হয়েছেন আগুয়ান।

আমাদের যিনি গতি, সদয়া তাঁ হ'তে অতি,
দূরে বলে হ'য়ে আছি যেন মা মরা সন্তান।

হোক্ দুর, আয় সবে ডাকি মায় উচ্চরবে,
শুনিলে ভারতেশ্বরী হ'বে দুঃখ অবসান। *

৪২

মিশ্র ইমন্—একতালা।

("ভবে সেই সে পরমানন্দ"—সুর)

এক বিধিবশে চলে না সংসার,
(তাই) পরিবর্ত্ত প্রয়োজন হয় তার।

---

* ১৩০৪ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত।

জ্ঞান বুদ্ধি হয় যত সুমার্জ্জিত,
আচার বিশদ হয় তার মত,
পূর্ব্বকৃত ভুল ভ্রান্তি যায় দূরে,
নব বিধানের হয় অধিকার।

যেবা পুরাতনে ভেবে সত্য সার,
নিন্দিয়ে নূতনে করে পরিহার,
চলে গম্য পথে মুদিয়ে নয়ন,
নিশ্চয় পতন ভাগ্যে ঘটে তার।

পূর্ব্ব হ'তে পর ভেবে দেখ মনে,
কি ছিল হয়েছে পরিবর্ত্তনে,
থাকিলে অচল পূর্ব্বভাব লয়ে,
হ'ত কি এমন ক্রমোন্নতি আর ?

৪৩

গাভী দর্শনে।

(মিশ্র ভৈরবী—মধ্যমান)

কোটিকল্প যুগ হ'তে করিছ যে উপকার,
মিলেনা এ মহীতলে খুঁজিলে তুলনা তার।

খাইয়ে বনের ঘাস দেও দুগ্ধ বার মাস
অকাতরে ঘরে ঘরে যেন মন্দাকিনী-ধার!
নাহি ভেদ সুরাসুরে, দেও সুধা সবাকারে,
ভাব না স্বপক্ষ কে বিপক্ষ সংসারে;
তাই তব ঋণ রাশি স্মরিয়া ভারতবাসী
আর্য্যসুত মা তোমারে পূজে অনিবার।

৪৪

প্রাঙ্গণস্থ মৃতপত্নীর শরীর দর্শনে। *

কীর্ত্তন—একতালা।

এই ত ভবের লীলা ধূলাখেলা হ'ল অবসান,
দেখা আর হ'বে না এ জনমে করিলে সন্ধান।
যাদের মমতা বশে আছিলে আবদ্ধ এসে
এ সংসারাবাসে,
এখন ফেলে সে সব গেলে অনায়াসে,
বুঝি কেউ কার নয় ভেবে মনে
করিলে প্রয়াণ।

---

* ৪৪ হইতে ৫০ সংখ্যক গীত কয়েকটী, জনৈক স্ত্রীবিয়োগ-ব্যথিত শোকাবস্থাপন্নের উক্তি।

অসুখ যন্ত্রণা যত, এ সংসারে অবিরত
ভুগেছ কত,
দুখের হয়েছে শেষ, আর পাবে না ক্লেশ,
গিয়ে স্বর্গপুরে র'বে সুখে,
জুড়াইবে প্রাণ।

৪৫

শ্মশানে।

ভৈরবী—মধ্যমান।

এই ত হ'ল জীবনে দেখা শুনা শেষ,
জনমের মত আজ দেখা শুনা হ'ল শেষ!

রেখে তোমারে শ্মশানে
যাব ঘরে কোন্ প্রাণে,
হয়েছে আমার পক্ষে
সে গৃহ বিজনদেশ।

গিয়ে তুমি স্বর্গধামে,
থাকিবে শান্তি আরামে,
থাকিলাম ভবে আমি,
ভুগিতে অশেষ ক্লেশ।

৪৬

শ্মশান হইতে ঘরে গিয়া।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

এই ত ঘরে রয়েছে সকল
স্বর্গীয়া সতীর চিহ্ন গৃহের সম্বল।

যখনি যেটি নয়নে হেরিতেছি প্রতিক্ষণে,
পড়ি তাঁরে মনে, চিত দহিছে কেবল।

হেরি চিহ্ন এই ভাবে, নিয়ত প্রাণ পুড়িবে,
জুড়াবে না কভু আর বিনা চিতানল।

৪৭

বেহাগ—একতালা।

বল কোথা গেলে;
এমন অসময় কি বলে আত্মায়
এ ভবের পথে একাকী ফেলে।

মাস পক্ষ যার সঙ্গছাড়া হ'লে,
আতঙ্কে অধীর হয়ে যেতে গলে,

কি বলিয়ে হায় বল শুনি তায়
জনমের মত ফেলে পলাইলে।

কিবা তৃপ্তিকর অতৃপ্তির কিবা,
বুঝিয়ে এখন কে করিবে সেবা,
অসুখ-শয্যায় বল মোরে কেবা
স্নুধাইবে প্রতিক্ষণ ;
সেজে রোগে রোগী লবে কষ্টভার,
হয়ে ভুক্তভোগী বল কেবা আর ;
কে আর এখন গেলে দূর দেশে
হবে ব্যাকুলিত 'কেমন আছি' বলে !

৪৮

ললিত—আড়াঠেকা।

দেও দেখা দয়া করি বারেক আসি স্বপনে
তব বিরহ-ব্যথিত তাপিত কাতর জনে।

সেই যে গিয়েছ চলে, ভাসায়ে শোক-সলিলে,
পলেকের তরে তা কি বারেক পড়ে না মনে।

বুঝেছি ত্রিদিব বাসে, দেবদেবী সহবাসে,
রয়েছ সদা উল্লাসে ভুলিয়ে সকলে;
ত্যজি মায়া-মোহ সবে, ভুলে কি রয়েছ তবে,
'সংসার অসার' এই মহামন্ত্রের সাধনে?

৪৯

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

("হরির প্রেম কি পায় সকলে"—সুর)

সে দিন আস্‌বে না আর ফিরে;
যার স্মৃতি-জাগরণে হয় প্রাণ আকুল,
নিবারিতে নারি নয়নের নীরে।

ছিল যার সনে সুখ এ ভবনে,
গেছে চলি সে সকল (ই) তার সনে,
আছে শুধু সার হাহাকার প্রাণে,
শূন্যময় সদা হেরি এ সংসারে।

কেন তবে মিছে থাকা এ ভবনে,
বল শুনি মন কোন্ প্রয়োজনে!

চল যাই চল, জুড়া'তে জীবনে,
সে অমৃত-ধামে শান্তি-সরোবরে।

৫০

ভৈরবী—মধ্যমান।

("কবে সমাধি হ'ব"—সুর)

কবে মায়ার বন্ধন হইবে ছেদন,
হেরিব স্বরূপ সব হ'বে ভ্রান্তি-নিরসন!

'আমার' 'আমার' ভুল সমূলে হ'বে নির্ম্মূল,
ছুটিবে আশার নেশা ভাঙ্গিবে ঘোর স্বপন!

রোগ-শোক-জরা-ভয় কত দিনে হ'বে লয়,
হয়ে জয়যুক্ত যা'ব সদানন্দের সদন!

পৌরাণিক।

পৌরাণিক।

১

রামের প্রতি সীতা।

পরজ বাহার—মধ্যমান।

কি দোষে দাসীরে দিলে বনে দয়াময়!
কি ঘুমে কি জাগরণে
কখন জানিনা তব চরণ বিনে।

ভাবিনা আমার বলে, যা থাকে হ'বে কপালে,
কি হ'বে সন্তান হ'লে তার জীবনে!
আশা ছিল ক্ষীর সরে পোষণ করিব যারে,
কি দিয়ে বাঁচাব তারে তাই ভাবি মনে।

তুমি রাজা অযোধ্যার, সুখের নাহিক পার,
তোমার সন্তান দুঃখ স'বে কেমনে;
ফলিল অদৃষ্ট লেখা, আর না হইবে দেখা,
দয়া করে অন্তে স্থান দিও চরণে।

২

সীতা-নির্ব্বাসনে রামের প্রতি লক্ষ্মণ।

বেহাগ—একতালা।

("সখি শ্যাম না এলো"—সুর)

হায় কেমনে (বল);
অতীত ভুলিয়ে নিদয় হইয়ে
অকারণে মাকে কেন দিলে বনে।

এই যদি ছিল হায় তব মনে,
কেন কষ্ট নিলে জলধি বন্ধনে,
সখিত্ব করিয়ে কপিকুল সনে,
সবংশে বধিলে কেন দশাননে ?

রূপে গুণে যিনি ভুবনমোহিনী,
সতীত্বের শিরোমণি যে রমণী,
কোন্ প্রাণে তাঁরে বল রঘুমণি,
বনবাস দিলে হায়;
কত কষ্ট পেয়ে ভ্রমি বনে বনে,
কেঁদেছি দু'ভেয়ে যাঁর অন্বেষণে,
পেয়ে পরি গলে, অগাধ সলিলে
কেন দিলে ফেলে সে কণ্ঠভূষণে!

অনশনে যদি এ পাষাণ প্রাণ
পরিহরি দেহ করিত প্রয়াণ,
কিম্বা যদি চলে যেত শক্তিশেলে,
পাইতাম পরিত্রাণ ;
করিতে হ'তনা এ মহাপাতক,
হইতে হ'ত না জননী ঘাতক,
কেন এতক্ষণ বধিছ না বিধি
শত বজ্রাঘাতে এ পাপী লক্ষ্মণে !

৩

দক্ষযজ্ঞে সতীর উক্তি।

মিশ্র ভূপালী—ঠুংরী।

("দেখে এলাম বৃন্দাবনে"—সুর)

বল কি শোভে ভূষণে
ভূষিত করিলে তনু হৃদয় সুন্দর বিনে।

পতি-ভক্তি সদাচার রমণীর অলঙ্কার,
সে ভূষণ নাহি যার কি ফল তার জীবনে।

বিভূতি বাঘের ছাল পতি যা বাসেন ভাল,
তাই ত চিরসম্বল ভূষণ আমার ;
তা বিনা কিছু জানি না, বিলাসে নাহি বাসনা,
সদা যেন পূজা করি সদাশিবে হৃদাসনে।

৪

(প্রসাদী সুর।)

হায় উমাশশী আস্‌বে কবে,
এসে দুখিনীরে মা বলিবে।

কেমন আছে কি করিছে,
হায় সে কথা কে জানাবে ;
শিব শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী যে,
প্রাণ বিদরে সেইটী ভেবে।

না জানি সে কেঁদে সারা
হচ্ছে কত ভেবে ভেবে ;
তাই কেঁদেছে প্রাণ উমা বলে,
বল্ কে তারে এনে দেবে।

অপর পক্ষ গেল চলে,
দেখিস্ না কি তোরা সবে ;

যদি দেবীপক্ষ হয় বিপক্ষ,
বল্ জয়া কি কর্‌ব তবে।

জানিস্ ত এক উমা বিনে
নাই মেনকার কেউ এ ভবে;
তবে কি দিয়ে বুঝা'ব প্রাণে,
বাঁচ্‌ব কিসে তার অভাবে!

৫

বারোঁয়া—ঠুংরী।

("উঠিল ধবল নিশান"—সুর)

কবে আসিবে উমাধন!
জুড়াব তাপিত প্রাণ হেরি সে বদন।

অন্তরে বাহিরে হেরি মার সে-মুখ-মাধুরী,
স্বপনে নেহারি, হেরি মুদিলে নয়ন।

সম্বৎসর হ'ল গত, আর বা সহিব কত,
সহিতে না পারি প্রাণ সদা উচাটন।

যাও গিরি ত্বরা করি   আন গে প্রাণ-কুমারী,
কেমনে রয়েছ ভুলে বল সে কারণ।

৬

বিভাস—তেওট।

("ওলো রাজকন্যে বল কি জন্যে অরণ্যে"—সুর)

গিরি যাও হে যাও, যাও আন গে ত্বরা করি উমারে ;
আজ নিশি-স্বপনে
এসে মা বলে ডেকেছে মা আমারে।

কত দিন হয় না মনে   না হেরে উমা-ধনে,
সতত ব্যাকুল প্রাণে
আছি, বহিছে ধারা নয়নে ;
ভুলে আছ কেমনে,
হ'লে অন্যে, প্রাণ দিত সে কন্যার তরে।

৭

ললিত—আড়াঠেকা।

গা তোল গিরিগেহিনি, গা তোল মেল নয়ন,
আসিছে ঈশানী, এসো আনি হ'য়ে আগুয়ান

সম্বরি বিষাদ ভারে, চল আনিগে উমারে ;
শীতল হ'বে পরাণ হেরি তার চন্দ্রানন।

ঐ হের পূর্ব্বাকাশে প্রভাতী তারা বিকাশে,
দয়েল মধুর শিসে গাইছে বিভাস ;
আসিছেন উমা বলে, শেফালিকা তরুদলে
আনন্দ প্রকাশ ছলে করে পুষ্প বরিষণ।

৮

ললিত—আড়াঠেকা।

এস উমা এস এস মা বলে জুড়াও প্রাণ,
পথ পানে চেয়ে আছি, বল মা বিলম্ব কেন।

নাহি নিদ্রা দু'নয়নে কেবল তব চিন্তনে,
রয়েছি ব্যাকুল, ফণী মণি বিহনে যেমন।

গণিতেছি করকষ্ঠি, অতীত হইলে ষষ্ঠী,
শুভ সপ্তমীতে মা গো দেখিব তব বদন ;
মনসাধে কুতূহলে মা তোমারে করি কোলে,
জুড়া'ব তাপিত প্রাণ ও মুখে করি চুম্বন।

৯

খট্ ভৈরবী—একতালা।

(উমা) আছে কি মনে মা বলে' ?
তুমি বিনে আর জান ত আমার
'মা' বলিতে নাই এ মহীতলে।

সন্তান যেমন জননীর ধন,
এ ভবে দ্বিতীয় আছে কি তেমন ?
জান ত সকলি কি বলিব আর,
তবু কেন মায়ে থাক মা ভুলে।

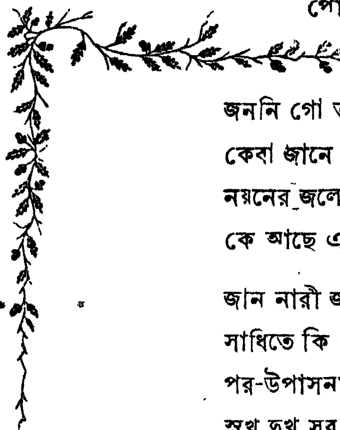
ভেবে ভেবে সারা মা তোমার তরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব গিয়াছে অন্তরে,
আছি শুধু মা গো আশার আশায়,
ভাসিতেছি সদা নয়নের জলে।

১০

মেনকার প্রতি উমা।

ঐ——ঐ।

আসি মা কেমন করে ;
যে ঘরেতে বাস করি বার মাস,
জান তুমি কত বলিব তোমারে।



জননি গো তব কথা মনে হ'লে,
কেবা জানে কত কাঁদি যে বিরলে,
নয়নের জলে ভেসে যায় তনু,
কে আছে এমন আর বুঝে কাজ করে।

জান নারী জাতি চিরপরাধীনা,
সাধিতে কি পারে মনের বাসনা!
পর-উপাসনা জীবনের ব্রত,
সুখ দুখ সব পরের করে।

১১

ভক্তের উক্তি।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন মা এলে ভারতে কি দেখিতে আর?
আতঙ্কে তের শ' চেরে হেরিতেছি অন্ধকার।

একে বিসূচিকা জ্বরে জরজর ঘরে ঘরে,
"পেলেগ" তার উপরে করিছে ঘোর অত্যাচার।

ক্রমে দুরভিক্ষ-অনল এ দেশে হ'য়ে প্রবল,
অকালে অসংখ্য লোকে গ্রাসিতেছে অনিবার।

সব হ'তে অতিশয় হয়েছে শাসনভয়,
কখন কি হয় মা গো নিশ্চয় নাহিক তার।

বৃটনের দয়ানদী এ ভাবে শুকায় যদি,
অচিরে ধরিবে দেশ মরুমূর্ত্তি সাহারার।

১২

ভৈরবী—একতালা।

("দিনগত কিন্তু নহে ও রাম"—সুর)

পোহাইলে নিশি যাবে উমাশশী,
কেমনে এ দেহে র'বে এ প্রাণ।

হ'বে নিরানন্দ এ নগরী— ;
(আমি) নয়নের তারা উমা হয়ে হারা,
হ'ব কাঙ্গালিনী, র'ব ম্রিয়মাণ।

আসিয়ে বিজয়া হইয়ে নিদয়া,
প্রাণের অভয়া ধনে —,
(লবে) করিয়ে হরণ না শুনি বারণ,
হানিয়ে হৃদয়ে খরশাণ বাণ।

১৩

বেহাগ—একতালা।

("সখি শ্যাম না এলো"—সুর)

তোমার কেমন বিধান,
ওহে বিধি তাই সুধাই তোমারে,
বল শুনি বল করি কৃপা দান।

কি বলিব কত সাধ্য সাধনায়,
যতনের ধন পেয়ে অভয়ায়,
রাখিতে নারিব, এ কি বিধি তব,
নবমীর নিশি হ'লে অবসান।

কাল উমাশশী হায় এ সময়,
হ'লে অস্তগত, অন্ধকারময়
হ'বে এ আলয়, কি হ'বে উপায়,
ভেবে প্রাণ আকুল হায়;
এ আনন্দ কোলাহল যাবে দূরে,
ভাসিবে সবাই নিরানন্দ-নীরে,
দহিবে নিয়ত উমার বিরহ
প্রবল অনলে মেনকার প্রাণ!

১৪

রামপ্রসাদী।

জংলা মল্লার—যৎ।

("এবার আমার উমা এলে"—সুর)

যেয়ো না যেয়ো না উমা রাখ কথা থাক কোলে,
কি দিয়ে বুঝা'ব প্রাণে তুমি যদি যাও মা চলে।

সম্বৎসর গত হ'লে এসে অমনি যাস্ মা চলে,
ওমা র'বে না মাসেক পক্ষ হা এ বিধি কে করিলে!

আর কি অদৃষ্ট-লেখা আছে ফিরে পাব দেখা,
ওমা র'ব কি তোর বিরহে বেঁচে এ ধরণীতলে।

এ আনন্দ মহোৎসব তুই গেলে ফুরা'বে সব,
ও মা নগর হ'বে নীরব, (আমি) ভাসিব নয়নজলে!

১৫

বেহাগ—যৎ।

("নিদয় হয়ে বিদায় চেয়ো না"—সুর)

মা বলিতে তোমা বিনে আর
নাহি কেহ রেখো মনে, এ মিনতি মেনকার।

ছিল যে মৈনাক ধন, । দিয়েছি তা বিসর্জ্জন
অকালে কাল-সলিলে, প্রাণ পুতলি আমার !

তাই মা তুমি কেবল এ দুঃখিনীর সম্বল,
তোমার বিহনে মোর অখিল হ'বে আঁধার।

১৬

নলের উদ্দেশে দময়ন্তী।

বেহাগ—একতালা।

দয়িত কোথা লুকা'লে !
একাকিনী কামিনীরে কাননে ফেলে।

জন মানব বিহীন এ গহন বিপিন,
তাহে তিমিরবসনা যামিনীকালে।
জানু উপাধান করে শোয়ায়েছিলে দাসীরে,
সে কি নাথ ঘুমঘোরে ত্যজিবে বলে ?

কোথা আছ প্রাণসখা, ত্বরা এসে দেও দেখা,
ন'লে বধিবে এখনি শ্বাপদকুলে।

সম্পূর্ণ।